বুদ্ধদেব চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম বিবরণ।

অভ্রভেদী হিমগিরি ভারতের অভেদ্য উত্তর দুর্গ স্বরূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহারই সানুদেশ হইতে স্বচ্ছ-তোয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তর-তর-নাদে প্রবাহিত হইতেছে। নেপালরাজ্যের দক্ষিণভাগে বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের সন্নিহিত প্রদেশই এই রোহিণীনাম্নী স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীর প্রবহস্থান। পুরাকালে এই প্রবাহিনী তটে কপিলবস্তু নামে এক নগরী শোভা পাইত। কপিলবস্তুর বর্ত্তমান নাম নগরখাস এবং রোহিণী নদী এক্ষণে কোহানা গ্রামে আখ্যাত। এই কপিলবস্তু

নগরী তৎকালে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় রাজ্যের রাজধানী স্বরূপে অবস্থিত ছিল। ইক্ষাকুবংশীয় শাক্যকুল সেই কপিলবস্তু রাজ্যের অধিবাসী। হলচালন ও পশুপালনই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপে পরিগৃহীত হইত। কেহ কেহ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া কেহ বা গোপালন পশুচারণাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন।

খৃষ্ট জন্মগ্রহণের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে শাক্যকুলোদ্ভব শুদ্ধোদন নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি কপিলবস্তুর অধিপতি রূপে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিত। সকলেই ধার্ম্মিকরাজ শুদ্ধোদনের মঙ্গলকামনায়—তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তির উদ্দেশে ভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিত। রাজাও প্রজাগণের হিতসাধন বাসনায় সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকিতেন।

কপিলবস্তু নগরীর অপর পারে রোহিণী নদীর অপর তটে কলি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। দেবদহ নগর সেই রাজ্যের রাজধানী। তথায় অঞ্জনরাজ নরপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মহামায়া ও প্রজাবতী নাম্নী দুইটি অলোকসামান্যা পরমসুন্দরী কন্যা স্বীয় রূপপ্রভায় এবং স্বভাব-সৌন্দর্য্যের মহিমায় রাজগৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেন। রাজা শুদ্ধোদন এই কুমারীদ্বয়ের অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের অলৌকিক স্বভাবসৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া যথাসময়ে এই উভয় কন্যারই পাণিগ্রহণ করিলেন। এই কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রজাবতীর অপর নাম গৌতমী ছিল। রাজা মনের মত রমণী-যুগলকে সহধর্ম্মিণীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে কালাতিপাত

করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারের সকল সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। রাজা রূপগুণে অতুলনীয়া পত্নীদ্বয় লাভ করিয়াও মনের সকল সাধ মিটাইতে পারিলেন না। ধনরত্ন, হয়-হস্তী, শারীরিক সৌন্দর্য্য, দৈহিক বল, মনোমত রমণী সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সংসারের সেই আনন্দচন্দ্রিমা, হৃদয়ের সেই প্রীতিপুত্তলী, প্রাণের সেই প্রতিকৃতি স্বরূপ সন্তানের মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতে পান নাই। বহুকাল অতীত হইয়া গেল তথাপি তাঁহার ভাগ্যে সন্তানের মুখ-চন্দ্রিমা-সন্দর্শন ঘটিয়া উঠিল না; রাজার হৃদয়-চকোর সংসারাকাশের যে সুবিমল সুধা পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল, রাণীদ্বয়ের যৌবনাপগমরূপ অমা-নিশিতে তাহা ক্রমশই ঢাকিয়া ফেলিল। রাজমহিষীগণের যত বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সন্তান জন্মিবার আশাও তত কমিতে আরম্ভ করিল, রাজারও মনোদুঃখের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া ততই তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, মহারাণীর বয়স প্রায় চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিতে চলিল, তখন তিনি সন্তানলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। শাক্যরাজবংশ নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল; তাঁহার আশার সফলতা মানবচেষ্টার অতীত দেখিয়া অবসন্নহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণায়ণ উপলক্ষে মহাড়ম্বরময় বিচিত্র পুষ্পমেলা কপিলবস্তু নগরের জাতীয় মহোৎসব। সেই মহোৎসব উপলক্ষে শাক্যকুলের নরনারীবর্গ সকলেই রমণীয় কুসুমালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কুসুম-ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। রাজমহিষী মহামায়া বর্ষীয়সী হইলেও

এ বিমল আনন্দময় জাতীয় মহোৎসবে যোগদানে বিরত রহিলেন না। উৎসবামোদের আনন্দ-হিল্লোলে সকলে মাতিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সাত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে সপ্তম দিন অতীত হইলে পর দিবাবসানে রাণী প্রমোদ-গৃহে রাজ শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন এমন সময় নিদ্রাদেবী তাঁহাকে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন "যেন স্বর্গীয় দূত চতুষ্টয় তাঁহাকে শয্যাসহ স্কন্ধে লইয়া হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে; ক্রমশঃ এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে এক বিশাল শাল বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার তলদেশে তাহাকে স্থাপন করিল এবং তাহারা সসম্ভ্রমে তথা হইতে অপসৃত হইয়া দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন সময় সেই স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরী স্বয়ং সমাগত হইয়া তাঁহাকে দিব্য সরোবর সলিলে স্নান করাইয়া পার্থিব কলঙ্ক হইতে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন এবং নিকটবর্ত্তী সুবর্ণবিনির্ম্মিত এক সুরম্য অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার জন্য শয়ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি তদুপরি শয়ন করিলে একটী শ্বেত হস্তী শ্বেত শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম ধারণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে তিনবার প্রণাম করিল। তদনন্তর তদীয় দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।" এই স্বপ্ন দেখিয়া মহারাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাজার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। রাজা বিস্ময়ভরে স্থির মনে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ সরলপ্রাণ নরপতি স্বীয় ভার্য্যার নিকট এবম্বিধ বিবরণ অবগত হইয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যামিনী অতিবাহিত হইলে রাজা নানা স্থান হইতে সুবিজ্ঞ জ্যোতিষীদিগকে রাজ সভায় আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। রাজাজ্ঞায় চতুঃষষ্টি জন সুবিখ্যাত জ্যোতিষী রাজ গৃহে সমাগত হইলে রাজা তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা পরস্পরের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ফলে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! রাণী অন্তঃসত্বা হইয়াছেন, শীঘ্রই আপনার আশা পূর্ণ হইবে, আপনি পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইবেন। বিশেষতঃ এই অলৌকিক সন্তান যদ্যপি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সসাগরা ধরণীর অধিপতি হইবে, আর যদ্যপি সংসারী না হইয়া ধর্ম্মভার গ্রহণ করে তাহা হইলে জগতের পাপ-তিমির দূরীভুত হইবে, সংসার নূতন আলোকে বিভাসিত হইয়া উঠিবে।

রাজা জ্যোতিষীগণের মুখে এই অসম্ভাবিত শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাণীও এহেন অপূর্ব্ব স্বপ্নের এরূপ আশাতীত শুভ ফল অবগত হইয়া আনন্দ-নীরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। উৎসবের শেষ দিনে রাজসংসারের এই আনন্দ-বার্ত্তা রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইল। উৎসবোন্মত্ত প্রজাবৃন্দ এই অভিনব আনন্দ সমাচারে অধিকতর উল্লাসিত হইয়া জয়ধ্বনিতে গিরি-কন্দর প্রতিধ্বনিত ও গগনমণ্ডল নিনাদিত করিয়া তুলিল। দীন দুঃখীর দারিদ্র্য দুঃখ দূরীকরণ জন্য রাজভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, বন্দীগণ মুক্তি লাভ করিল, চতুর্দ্দিকে আনন্দ-তুফান বহিতে লাগিল।

রাজমহিষী মহামায়া পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক স্বামীর সোহাগ-সমাদরে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ আশায়

প্রফুল্ল চিত্তে পবিত্রাচারে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় কোনরূপ উদ্বেগাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা জানিয়া রাজা সতত পত্নী সন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিতেন। বিশেষতঃ মহামায়া যখন যে অভিলাষ জানাইতেন যাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়—সে বিষয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন কাহারও আলস্য বা ঔদাস্য না থাকে তজ্জন্য রাজা সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

ক্রমে দশম মাস উপস্থিত হইলে পূর্ণগর্ভা মহারাণী পিত্রালয় গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; রাজাও প্রথম প্রসবকালে পিতৃভবনে অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন না। তিনি অনুচরদিগকে রাণীর পিত্রালয়ে গমনের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। রাজার আদেশ নগর মধ্যে ঘোষিত হইলে কপিলবাস্তু হইতে দেবদহ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপথ পরিষ্কৃত ও শুভচিহ্নে সমলঙ্কৃত হইল। পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও মাঙ্গলিক দ্রব্য যথাবিধানে সজ্জিত হইল, মধ্যে মধ্যে তোরণ-দ্বার নির্ম্মিত হইয়া তাহা বিবিধ পুষ্পমাল্য ও বৃক্ষপত্রাদিতে ভূষিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। রাণী মহামায়া শুভক্ষণে শুভসময়ে যথোপযুক্ত পরিচারিকাদি সহ সুবর্ণ যানারোহণে পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রমোদ উদ্যানের অপূর্ব্ব বাসন্তী শোভা সন্দর্শন করিয়া তথায় অবতরণ করিতে সমুৎসুক হইলেন।

পূর্ণগর্ভা রাজমহিষী সখীগণসহ প্রমোদ-কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি দেবীর এই অনুপম সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে করিতে

তাঁহার হৃদয়-চকোর মুগ্ধ হইয়া পড়িল; তিনি স্বভাব-সতীর বিচিত্র বেশ সন্দর্শন বাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক বিশাল শালবৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় শালতরুর নবপল্লব ছিন্ন করিবার জন্য যেমন হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি প্রসব বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে প্রসবকাল সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহার দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এক অনুপম পুত্ররত্ন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের গবেষণানুযায়ী খৃষ্ট জন্মের আনুমানিক ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তী পূর্ণিমার দিন শালবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কপিলবস্তু ও দেবদহে সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজমহিষী মহামায়া শালবনে পুত্র প্রসব করিয়াছেন শুনিবামাত্র উভয় স্থান হইতেই সমস্ত নরনারী নগর শূন্য করিয়া কাননাভিমুখে যাত্রা করিল। পুরবাসী প্রজাবৃন্দের আনন্দ-কল্লোলে নির্জ্জন কাননপ্রদেশ সেই সময়ের জন্য মহাকোলাহলময় নগরীরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর মঙ্গলনিশান উত্থিত করিয়া জয়ধ্বনিসহকারে— প্রসূতি ও সন্তানকে কপিলবস্তু নগরে লইয়া আসিল। গায়কেরা নবকুমারের কল্যাণ-গীত গাহিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ-বচনে রাজপুত্রের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্র যথাবিহিত মঙ্গলবিধানে গৃহমধ্যে স্থাপিত ও সংরক্ষিত হইলেন, সমস্ত রাজপুরী আনন্দহিল্লোলে সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিল।

কিন্তু এই অবিমিশ্র আনন্দস্রোত কাহারও ভাগ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না; প্রসবের সাত দিন পরেই মহামায়ার জীবনলীলা

ফুরাইয়া গেল। তিনি সকলকে কাঁদাইয়া এই আনন্দোৎসবের মধ্যে বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। যিনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী, তাপিতজনের সন্তাপহারিণী, অনাশ্রয়ের সহায়স্বরূপিণী তিনি সকলের হৃদয় আঁধার করিয়া এ হেন উৎসবের তরি নিরানন্দের অকূল পারাবারে ডুবাইয়া দিয়া জনমের মত অন্তর্হিত হইলেন। উৎসবের উৎস বন্ধ হইয়া গেল, আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্যলীলা।

হৃদয়ের আনন্দবিধায়িনী, সদা প্রিয়ভাষিণী, প্রেমপ্রতিমা মহামায়ার প্রীতিপ্রফুল্ল মূর্ত্তির অদর্শনে রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; তবে বহুকালের আশার ধন প্রাণপ্রতিম পুত্রের অনুপম মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়তমার অদর্শন-শোক কতক সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পুনরায় সংসার ধর্ম্মের দিকে মনোনিবেশে সমর্থ হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী গৌতমের হস্তে শিশুর লালন পালন ভার সমর্পিত হইল। তিনিও আনন্দ সহকারে এই নবজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিয়া আপনার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহভরে তাহার লালন পালন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শিশুও নবোদিত শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া দিব্য কান্তিময় অপূর্ব্ব দেহ ধারণ করিল।

কুমারের নামকরণ।

যথাসময়ে কুমারের নামকরণ ক্রিয়া মহাসমারোহে সমারব্ধ হইল। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের জন্মমাত্র স্বীয় আকাঙ্খা চরিতার্থ

হইয়াছে ভাবিয়া পুত্রের নাম "সিদ্ধার্থ" রাখিলেন। এই উপলক্ষে কপিলবস্তুর রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। ভাণ্ডারের অবারিতদ্বারে দীন দুঃখী, অনাথ আতুর, সকলেই প্রবেশলাভ করিয়া আশাতীত দান প্রাপ্তিতে দারিদ্র্য-দুঃখের অনন্ত পারাবার হইতে মুক্তিলাভ করিল। সকলেই প্রাণভরিয়া নবকুমারের শিরে আশীর্ব্বাদ-কুসুম অর্পণ করিতে লাগিল।

কথিত আছে, বুদ্ধদেবের এই নামকরণ উপলক্ষে রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মন্ত্রিণ, কোণ্ডাণ্য, ভোজ, সুধাম ও সুদত্ত নামক আট জন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভাস্থলে সমাহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় সমাগত হইয়া রাজকুমারের দেহে অলৌকিক সুলক্ষণাদি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনার এই নবকুমার যদি গৃহাশ্রমী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজচক্রবর্ত্তীরূপে খ্যাত হইবে, আর যদ্যপি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে তবে বুদ্ধত্ব লাভ করিবে। পরে ঐ নিমন্ত্রিত দৈবজ্ঞগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কোণ্ডাণ্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজকুমারের শারীরিক শুভ নিদর্শন সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, নৃপবর! আপনার এ শিশু কখনই মায়াময় সংসারে আবদ্ধ থাকিবার নহে,—ইনি নিশ্চয়ই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধরূপে দেখা দিবেন এবং ভূমণ্ডলের পাপ-তিমির দূরীভূত করিয়া জ্ঞান-সূর্য্যের বিকাশ দেখাইবেন।

দৈবজ্ঞপ্রধান কোণ্ডাণ্য দৃঢ়তা সহকারে রাজকুমারের এইরূপ ভবিষ্য নির্দ্দেশ করিলে রাজা শুদ্ধোদন বিমর্ষচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মণ্য দেব! আমার পুত্র কি দেখিয়া কিই বা ভাবিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে? ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, জীর্ণ শীর্ণ রোগী, মৃতদেহ ও ভিক্ষু এই চারি

প্রকার চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানবের পরিণাম ভাবিয়া, সংসারের সুখ দুঃখ স্মরণ করিয়া আপনার পুত্র সংসার পরিত্যাগ করিবেন। সংসারাবদ্ধ মায়ামোহিত শুদ্ধোদন পুত্রের বুদ্ধত্ব লাভ অপেক্ষা তাহার রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রাপ্তিকেই অধিকতর প্রিয় ভাবিয়া পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের কোনরূপ চিহ্ন সন্তানের নয়নগোচর হইতে না পারে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হায়! বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হইবার নহে, মানবের মনোবাঞ্ছা পূরণ সর্ব্বত্র তাহার নিজের সাধ্যায়ত্ত নহে।

অনন্তর, যে সকল শাক্যবংশীয় পুরুষপুঙ্গব এই নবকুমারের নামকরণ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন সন্তানদিগকে রাজপুত্রের নিকট এই বলিয়া উৎসর্গ করিলেন যে, যদ্যপি ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়-সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিবেন, আর যদ্যপি রাজচক্রবর্ত্তীরূপে বিরাজমান থাকেন তাহা হইলে ইহারা সভাসদ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

কুমারের বিদ্যা শিক্ষা।

কুমার পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার শরীরের গঠন শৈশব কাল হইতেই হৃষ্ট পুষ্ট বা বলিষ্ঠ ছিল; তিনি তাহার উপর আবার লম্ফন, ধাবন, সন্তরণ প্রভৃতি ব্যায়াম-কৌশল, বাণ নিক্ষেপ, অশ্বচালন, রথ চালন প্রভৃতি শৌর্য্য-কৌশলাদিতে দক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও ধীর প্রকৃতি ছিলেন; বালস্বভাবসুলভ চপলতা বা ক্রীড়াপ্রবণতা তাঁহাতে দৃষ্টিগোচর হইত না। সুতরাং পাঠে একাগ্রতা নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যেই কুমার বিদ্যা শিক্ষার উন্নতিপথেও বহু দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। ফলতঃ পিতা শুদ্ধোদন যত দূর আশা করিয়াছিলেন, পুত্রকে তদপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে কুমারের বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইল। কিন্তু এই বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তাঁহার চিন্তাশীলতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি বালকত্ব ছাড়াইয়া যেন কোন উন্নত ক্ষেত্রে উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে, তাঁহাবজ্ঞান পিপাসু হৃদয় বিলাসবিভোগ ছাড়িয়া যেন কি এক শান্তি লাভের আশায় সমস্ত পরিত্যাগে উদ্যত হইতেছে। তিনি কৃত্রিমতাময় রাজপুরী ছাড়িয়া নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসৌন্দর্য্যময় কৃষক-পল্লীর নির্জ্জন প্রদেশে আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। একাকী এই অপূর্ব্ব চিন্তার অনন্ত পারাবার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ভুলিয়া যাইতেন, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইতেন, বাহ্য জ্ঞান যেন হারাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার সহচরবৃন্দ সে সময় তাঁহাকে ডাকিলে কোন উত্তর পাইতেন না, বোধ হইত যেন তাঁহার ইন্দ্রিয়-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্তরাত্মা ধ্যানে বসিয়া যেন কাহার উদ্দেশে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ রাজৈশ্বর্য্যের ভোগ বিলাস তাঁহার হৃদয়ের অভিনব ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিত না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগ-

সুখে নির্লিপ্ত থাকিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্ত ধ্যান-যোগের আশ্রয় লইতেন। তবে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি কিছুই কুমারের অবিদিত রহিল না। সুকুমার শিল্প-বিদ্যাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত হইয়া ছিলেন। কাব্যকৌশল, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদিতেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভে বঞ্চিত হন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একাগ্রতাময় হৃদয় যখন যে দিকে প্রধাবিত হইত তখন সেই দিকেই অল্পকাল মধ্যেই আশাতীত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়া সকলকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিত। রাজাও কুমারের এই অলৌকিক কীর্ত্তি কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রীতিরসে আপ্লুত হইতেন, কিন্তু তাঁহার আশাতীত জ্ঞানোৎকর্ষ দর্শন করিয়া একবার দৈবজ্ঞের ভবিষ্যত-উক্তি স্মরণে ভীত হইতেন, আবার রাজচক্রবর্ত্তীত্ব রূপ আশার ছলনায় মোহিত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন। এইরূপে কুমারেব বাল্যকাল ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে লাগিল।

হলকর্ষণোৎসব।

শাক্যকুলের রাজপরিবার মধ্যে হলকর্ষণোৎসব একটি প্রীতি-প্রফুল্লতাময় পরম আমোদের দিন। আজ সেই ক্রীড়াকৌতুকের মহাপর্ব্ব সমুপস্থিত। কৃষিজীবী প্রজাবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ রাজা স্বয়ং আদর্শ হলচালকরূপে এই মহোৎসবের উদ্বোধন করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত রাজার সহস্র হল সুসজ্জিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একশীতসপ্ত হল রজতভূষায় বিভূষিত এবং একখানি হল, তাহার বলিবর্দ্ধ-সংযমনসূত্র ও দণ্ড সুবর্ণসজ্জায় বিমণ্ডিত রহিয়াছে।

রাজপুরীর দাসদাসী ও ভৃত্যগণ সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান ও সৌরভময় পুষ্পমাল্য ধারণ পূর্ব্বক যথাস্থানে সম্মিলিত হইয়াছে।

রাজা যথাসময়ে কুমার সহ মহাসমারোহে কর্ষণভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদূরে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ঘন পত্রাবলী-সম্বলিত এক প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষের তলদেশে নিবিড় কৃষ্ণছায়া অব-লোকন করিয়া তথায় কুমারের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাজার ইঙ্গিত মাত্র তথায় কুমারের জন্য সুখ-শয্যা বিস্তৃত হইল। উপরে রাজ-কুমারোপযোগী মণিমুক্তামণ্ডিত কারুকার্য্য-সমন্বিত সুবর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়া মনোহারিত্ব বিস্তার করিল। তখন কতিপয় পরিচারিকাসহ কুমারকে তথায় উপবেশন করাইয়া সকলে হলকর্ষণে যোগ দান করিলেন। স্বয়ং রাজা সুবর্ণ-হল, পারিষদবর্গ এক শত সপ্ত রৌপ্য হল এবং কৃষকগণ অবশিষ্ট হল চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গীগণ একবার এদিক আরবার অপর দিকে কর্ষণ করিতে করিতে চালনা-কৌশলে নানারূপ বাহাদুরী দেখাইয়া রাজার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

এই মহোৎসব ব্যাপার সন্দর্শন বাসনায় কপিলবস্তুর নরনারী-বর্গ সকলেই তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। কুমারের সন্নি-ধানস্থিত পরিচারিকাগণও কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; উৎসব ক্ষেত্রের আনন্দ কোলাহল যতই বাড়িতে লাগিল, তাহাদের ব্যগ্রতা ততই বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যতাজ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিল। তাহারা হৃদ-য়ের আবেগে কুমারকে একাকী ফেলিয়া কর্ষণ-ক্ষেত্রে আসিয়া

উপস্থিত হইল। কুমার প্রকৃতি-দেবীর সুরম্য প্রেম-রাজ্যের মধ্যে নিজেকে একাকী দেখিয়া সেই জম্বু বৃক্ষতলে মহাধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বহুক্ষণ অতীত হইলে পর উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখন সেই উৎসবের অবসান প্রায় সময়ে পরিচারিকাগণ কুমারের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, কুমার নিস্পন্দ-দেহে ধ্যান-স্তিমিত লোচনে যোগাসনে সমুপবিষ্ট! সেই মহাধ্যান-নিমগ্ন বাহ্য-জ্ঞান শূন্য কুমারের ঈদৃশ অবস্থা দেখিবামাত্র তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইয়া রাজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজা প্রাণ-প্রিয় পুত্রের এহেন সংবাদ শ্রবণ মাত্র সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, হিমা-চলের ন্যায় অটলভাবে অবস্থিত নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ হইতে কেমন এক অপূর্ব্ব দীপ্তি বিকাশ পাইতেছে, পূর্ণ শশধর সদৃশ অপরূপ লাবণ্যময় মুখ-মণ্ডল হইতে কেমন এক প্রীতিকর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিতেছে! তখন রাজা শুদ্ধো-দন পুত্রের এই মহাভাব সন্দর্শনে ও তাঁহার দিব্যদেহবিক্ষিপ্ত অনুপম তেজোরাশি বিলোকনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল; কাহারও মুখ দিয়া কোনরূপ বাক্য বিনির্গত হইল না; আবার যাঁহারা কুমারকে দেখিতে আসিলেন তাঁহারাও এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকনে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সারি সারি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর কুমারের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, পিতঃ! সর্ব্ব জীবে দয়া প্রদর্শনই মনুষ্যের

শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আপনি বায় ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব দেখাইতে আসিয়া বৃথা আমোদে মাতিয়া শত শত জীব হত্যা পাপে কলঙ্কিত হইতেছেন; এরূপ কার্য্য আপনার কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে প্রাণীগণ বৃথা কষ্ট পাইতে পারে এরূপ আমোদ পরিত্যাগ করুন। রাজা এহেন তরুণ-বয়স্ক পুত্রের মুখে এরূপ দয়া ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অহো! যিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ বিশ্বজনীন ভাবের অনন্ত মহিমা জগতে প্রচারের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এহেন কিশোর বয়সেই তাঁহার দয়া-প্রবণ হৃদয়ে সেই সুবিশাল ভাবের মহান্ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বন্ধন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ বাল্য জীবন অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার দেহে যৌবন সমাবেশের চিহ্ন দেখা দিল। কিন্তু যৌবনস্বভাবসুলভ ভোগ বাসনার দিকে তিনি প্রধাবিত হইলেন না। তাহার হৃদয় যেন কোন নূতন অভাব অনুভব করিতে লাগিল। তিনি রাজ-সংসারের সুখৈশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন কিছুতেই যেন শান্তি পাইল না। তিনি সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতেন, সাংসারিক কার্য্যের দিকে তাঁহার মনঃসংযোগ হইত না; তিনি নির্জ্জনে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া কি এক অপূর্ব্ব চিন্তায় বিভোর থাকিতেই ভাল বাসিতেন।

রাজা পুত্রের এরূপ বৈরাগ্যভাব অবলোকন করিয়া সাংসারিক বিষয়ে তাহার নির্লিপ্ততা দেখিয়া সদাই বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতেন যে, কিরূপে এক মাত্র বংশধর সিদ্ধার্থের সংসার ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিবে, পুত্র সাংসারিক সুখে সুখী হইবে? একদা রাজার আত্মীয়বর্গ কুমারের এইরূপ উদাসীন ভাব পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! বিবাহ বন্ধন ব্যতিরেকে কুমারকে সংসারানুরাগী করিবার আর কোন উপায় নাই, ছশ্ছেদ্য প্রণয়-পাশ ব্যতিরেকে তাহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে। অতএব আপনি উহার বিবাহের জন্য মনোনিবেশ করুন। রাজা প্রেমবন্ধন লৌহ-শৃঙ্খল অপেক্ষাও দৃঢ়তর জানিয়া পুত্রের বিবাহের জন্য উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। অনেকেই এহেন রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান জন্য সমুৎসুক হইলেন। রাজা বিবাহ বিষয়ে কুমারের অভিমত অবগত হইবার নিমিত্ত মন্ত্রীদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

সিদ্ধার্থ দেখিলেন যে, তিনি জীবনের গুরুতর সন্ধিস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহার জীবনাভিনয়ের প্রধান পটক্ষেপণের সময় উপস্থিত। এহেন বিষম সমস্যাপূরণ সময়ে সহসা কোন উত্তর দেওয়া বিধেয় নহে ভাবিয়া কুমার সপ্তাহ পরে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর মন্ত্রীগণ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজকুমার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয়-তরি প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবিরত চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত হইয়াও তিনি মীমাংসা-স্থলে আসিয়া পঁহুছিতে পারিলেন না। একদিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আবশ্যকতা, অপরদিকে সন্ন্যাসব্রতের শ্রেষ্ঠতা, এই উভয়ের মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, সংসারবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভোগবিলাসের মোহে জড়ীভূত থাকিয়া কিরূপে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইব? বিশেষতঃ এই মায়াবন্ধনই সর্ব্বপ্রকার শোক

দুঃখের মূল। এ বন্ধনের মধ্যে পড়িলে জীবের ভবযন্ত্রণা দূর করিবার জন্ত কিরূপে চেষ্টা করিব? নিজে অশান্তির মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়াই বা তাহাদিগকে শান্তির ছায়া দেখাইয়া দিব, তাহাদের দারুণ যন্ত্রণা কেমন করিয়া নিবারণ করিব? আবার ভাবিলেন, যদি সংসারী ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া গহন বনে ধ্যানেরই আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হয় তাহা হইলে গৃহীগণের কি উদ্ধার-পথ নাই? সংসারী লোকের ধর্ম্ম সাধনের কি উপায় নাই? জগতের কোটী কোটী নর-নারীর মুক্তি বিধান কি ভগবানের অভিপ্রেত নহে? তাহাই কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ সপ্তাহকালব্যাপী চিন্তাতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র বিষম আলোড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে সপ্তম দিনের গভীর নিশীথ সময়ে হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় মধ্যে বিদ্যুতের রেখা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, বনবাসী সন্ন্যাসী হইলে লোক শিক্ষার উপায় কি হইবে? তখনত সাধারণ লোকের সহিত সম্বন্ধ অনেক পরিমাণেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ সংসারী লোকের পক্ষে কাননচারী তপস্বীদিগের আচরণীয় কার্য্য-প্রণালী বড় প্রশস্ত হইতে পারে না, তবে সাধারণের মুক্তির পথ কোথায়? যাহাতে ভূমণ্ডলের কোটী কোটী নর-নারীবর্গ উদ্ধার পাইতে পারে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং সে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে গৃহাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্মাচরণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অতএব আমি সংসারী হইব, অথচ সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত ও মুক্ত থাকিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ এইরূপ পন্থাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ স্থির করিয়া রাজকুমার যথাসময়ে আপনার প্রতিশ্রুতি

পালনকালে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রীগণ কুমারের এই সম্মতিজ্ঞাপক শুভ সংবাদ লইয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন। রাজা আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্বয়ং রাজপুরোহিতকেই কন্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিলেন। নানা স্থান অন্বেষণের পর পুরোহিত অবশেষে মহামায়া দেবীর ভ্রাতা দণ্ডপাণির কন্যা গোপাকেই কুমারের উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া মনোনীত করিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি রাজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বিবরণ রাজ সকাশে জ্ঞাপন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণ সম্পন্না হইলেও কুমারের মনোমত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ কুমার গুণবান, বুদ্ধিমান ও বয়স্থ হইয়াছেন, অতএব যাহাতে কুমার স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারেন তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া রাজা শুদ্ধোদন উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন।

অশোকভাণ্ড বিতরণ।

আজ রাজপুরীতে মণিকাঞ্চন সহ অশোকভাণ্ড বিতরণ উপলক্ষে কুলকুমারীগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। যথাসময়ে বহুসংখ্যক কুলকুমারী বিবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া রাজভবনে সমাগত হইলে স্বয়ং রাজকুমার স্বহস্তে অশোক ভাণ্ড লইয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। সমাগতা কুমারীবৃন্দ একে একে অশোক-ভাণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। অবশেষে অশোকভাণ্ড একেবারে নিঃশেষিত হইলে কুমারের গাত্রোত্থান সময়ে

দণ্ডপাণি কুমারী গোপা সহচরীবৃন্দসহ কুমার সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অশোক ভাণ্ড শেষ হইয়াছে অথচ আর এক জন কুমারী সম্মুখে সমুপস্থিত! সুতরাং রাজকুমার অপ্রতিভ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। চারি চক্ষু একত্র হইল; অমনি কেমন এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ কুমারের হৃদয় মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রস্রবণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, তিনি সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুবিমল প্রেম-রসে আপ্লুত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল,তিনি সলজ্জবদনে গ্রীবা নত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, সেই প্রেমময় সুন্দর মুখ খানি আবার দেখিবার জন্য,প্রয়াস জন্মিল, তখন লজ্জা আসিয়া তাহাতে বাধা দিল।

এ দিকে দণ্ডপাণিদুহিতাও কুমারের রূপ-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া অনুরাগ-শৈলের আশ্রয় লইলেন। তিনি অশোক ভাণ্ড লইতে আসিয়া আপনার হৃদয়-ভাণ্ড হারাইয়া ফেলিলেন; তখন কুমারী কি লইয়া ঘরে ফিরিবেন তাই ভাণ্ডারীর মুখের দিকে চিত্রার্পিতের ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে কুমার যখন লজ্জার নিকট পরাজিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন, তখন লজ্জা যেন একটী জয় লাভে উৎসাহিত হইয়া অধিকতর বেগের সহিত কুমারীকে আক্রমণ করিল, তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তাভ ও কপোলদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর কুমারী পাছে মনোভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে এই জন্য যথাসাধ্য আত্মসম্বরণ করিয়া ব্রীড়াবনতমুখে সরলতাময় প্রীতি-

প্রফুল্লস্বরে কুমারকে বলিলেন "আপনি কি জন্য আমাকে আমার প্রাপ্য অশোকভাণ্ড হইতে বঞ্চিত করিতেছেন? নিমন্ত্রণ করিয়া বৃথা এরূপ অপমানিত করা কেন?" কুমার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আমি কাহাকেও অপমান করিতে ইচ্ছা করি নাই, বরং তুমি আমাকে লজ্জিত করিবার জন্য সকলের শেষে আসিয়াছ। যাহা হউক তোমাকে রিক্ত হস্তে যাইতে হইবে না, আমার হস্তাঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। এই বলিয়া কুমার স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক গোপাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কুমারী সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন "অশোক ভাণ্ডের সহিতই ত স্বর্ণালঙ্কার আমার প্রাপ্য। অবলাকে পাইয়া বৃথা কেন ভুলাইতেছেন?" এই কথা শুনিবামাত্র কুমার গোপার হস্তে অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় গাত্রাভরণ উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুমারী সহাস্য বদনে বলিলেন আপনাকে অলঙ্কারহীন দেখিতে আমার অভিলাষ নাই; আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আপনার অঙ্গুরীর শূন্য স্থান পূরণ করুন। এই বলিয়া গোপা কুমারের হস্তে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গুরীয়-বিনিময় সমাধা করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরিণয়োৎসব।

কুমার দণ্ডপাণিনন্দিনী গোপার প্রেমজালে যে আবদ্ধ হইয়াছেন সঙ্গীগণ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিলেন। রাজার নিকটও অনতিবিলম্বে এই শুভ-সংবাদ সমুপস্থিত হইল। নরপতি আনন্দিতমনে দণ্ডপাণির নিকট স্বীয় পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন।

দণ্ডপাণি প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশ চিরকালই বীরত্বের আদর করিয়া থাকে, কেবল ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া বংশ-রীতি ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার সন্তান যদি বীরোচিত কার্য্যকলাপ দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে আমার কন্যা সমর্পিত হইবে। এই সংবাদ পাইয়া শুদ্ধোদনের প্রফুল্ল হৃদয়ে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার দেখা দিল, তিনি বিষণ্ণচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কুমার চিরকালই ও নির্জ্জন চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তবে কিরূপে শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতে কৃতকার্য্য হইবেন ?. কিন্তু কুমার পিতার বিষণ্ণভাব দেখিয়া বলিলেন, পিতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শস্ত্রক্রীড়ায় অক্ষম ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই সাধারণের নিকট হেয়। পিতঃ! তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনার কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে সর্ব্বজনসমক্ষে যেরূপ বিবিধ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিলেন তাহাতে দণ্ডপাণি মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যা সম্প্রদানের জন্য আনন্দিত মনে সম্মতি প্রদান করিলেন।

আজ রাজকুমারের বিবাহ। বিবাহের মহাসমারোহে রাজপুরী উত্তাল তরঙ্গময় বারিধি সদৃশ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কপিলবস্তু হইতে দেবদহ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ রাজপথ অপূর্ব্ব আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া অলকাপুরীর ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার করিল। রোহিণী নদী কুমারকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যই যেন স্বীয় বক্ষে অপূর্ব্ব সেতু ধারণ করিল। যথাসময়ে মনোহর কারুকার্য্যময় সুবর্ণ-বিমণ্ডিত আস্তরণ বিভূষিত গজবাজী সমূহ

সুভঙ্গিম পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল, অভিনব সাজে সজ্জিত সৈনিকবৃন্দ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে মহাসমারোহময় বিবাহ-যাত্রার শান্তিরক্ষক স্বরূপে অগ্রগামী হইল। সিদ্ধার্থের সুন্দর দেহ বর-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অধিকতর রমণীয়রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। পথি মধ্যে কখন বা বেণুবীণা ধ্বনি সংমিশ্রিত সুমধুর গীতি-হিল্লোলে শ্রোতা মাত্রেরই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, কখন বা তূর্য্য ভেরী দুন্দুভি প্রভৃতির সম্মিলিত নিনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

যথালগ্নে শুভক্ষণে রাজকুমারের পরিণয়-ক্রিয়া সমাধা হইল। সিদ্ধার্থ ঊনবিংশবর্ষ বয়সে মাতুল-কন্যা গোপার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। কুসুমবন্ধনের দৃঢ়তর জালে আবদ্ধ হইয়া রাজ-কুমারের হৃদয়পক্ষী অনন্ত আকাশ-বিহার হইতে প্রেমপিঞ্জরে রুদ্ধ হইল।

সিদ্ধার্থের মনোমত সহধর্ম্মিণী পতিপ্রেম-পরায়ণা গোপা স্বামীর অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া তাঁহার প্রফুল্ল হৃদ্‌কমলের মধ্যে নিজের প্রেমসুধা ঢালিয়া দিলেন। রাজকুমারও এ হেন প্রাণপ্রিয়তমাকে জীব-নের উপযুক্ত সহচরীস্বরূপে পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। বিশেষতঃ স্বামীর একান্ত অনুগতা এবং সখীসম সতত প্রীতিদায়িনী গোপার অনুপম সেবাশুশ্রূষায় ও সরলতাময় অপূর্ব্ব ব্যবহারে এবং প্রতিদানাকাঙ্খাশূন্য প্রেমমাধুরীতে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য-বাসনা তৎ-কালের জন্য আচ্ছাদিত হইল। ফলতঃ গোপাকে পাইয়া রাজকুমার অনন্ত প্রেমসাগরের সুখবিহারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, বৈরাগ্যময় শুষ্কহৃদয়ের মধ্যে প্রেমপীযুষের প্রবাহ আসিয়া মরু-ভূমিকে সরসক্ষেত্রে পরিণত করিল। বিমল আনন্দের উৎস

ছুটিল,—প্রীতি-কমল প্রস্ফুটিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এই সমস্ত সুসংবাদ অবগত হইয়া অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত ও আশঙ্কাশূন্য হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি বা ভগবানের কৃপায় সিদ্ধার্থের মতি গতি এতদিনে পরিবর্ত্তিত হইল. পলায়নোন্মুখ প্রিয়পক্ষী প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া আশা-লতায় সুফল ফলাইল. পুত্রকে সংসারী করিবার কৌশল সফল হইল। কিন্তু অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ গর্ভ মানব দৃষ্টির বহির্ভূত, বিধির নির্ব্বন্ধাতিক্রম জীবের সাধ্যাতীত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বলক্ষণ।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন, গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, এই আশঙ্কা-মেঘ সমস্ত কপিলবস্তু পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে গোপার প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিয়া সকলের মন হইতে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। রাজা নিঃশঙ্ক হইয়া নিশ্চিন্তমনে পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণের প্রীতিময় কল্পনা করিতেছেন, মাতৃতুল্যা গৌতমী পুত্রবধূ গোপার বিকসিত প্রেম-পদ্মের উপর রাজকুমারকে স্থিরচিত্তে উপবেশন করিতে দেখিয়া মনের উদ্বেগকে তাড়াইতে সমর্থা হইয়াছেন। প্রেমপ্রতিম গোপাও ভাবিয়াছেন যে, হৃদয়ের অন্তঃকোটর মধ্যে যাহাকে যত্নে রক্ষা করিতেছি তিনি কি আর সহসা পলায়ন করিতে পারিবেন? এই ভাবিয়া গোপাও নিশ্চিন্তমনে সংসারের সুখপারাবার উত্তীর্ণ হইবার মধুময় কল্পনা করিতেছেন। এইরূপ কল্পনাকাশের সুন্দর চিত্র লইয়া কপিলবস্তু রাজপুরী আনন্দের নিশান উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু এ পাপতাপময় সংসারে সকলের আশা-লতায় কি সর্ব্বদা কখন সুফল ফলিয়া থাকে? হায়! অনেকেরই অদৃষ্টে অমৃতভ্রমে বিষময় ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

লোকে বিপদের আশঙ্কা করিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে, বিপদের আশঙ্কা কথঞ্চিৎ কম পড়িলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিন গত হইলে সেই সাবধানতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। সিদ্ধার্থকে লইয়া কপিলবস্তু রাজপুরীতে সেইরূপ ঘটিল। সিদ্ধার্থ গোপাকে পাইয়া সুখশয্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন দেখিয়া সাধারণের মন হইতে তাঁহার সংসার ত্যাগের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। রাজাদেশে সংসার বিরাগের কোন চিহ্নই যেন রাজকুমারের ইন্দ্রিয়গোচর না হয় তদ্বিষয়ে সকলে সাবধান ছিল, কিন্তু ক্রমশঃই আশঙ্কা হ্রাসের সহিত সে সাবধানতাও কমিয়া আসিল। একদা সিদ্ধার্থ শয়নাগারে নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে বন্দিগণ রাজ নিয়মানুসারে প্রাভাতিক মঙ্গল-গান গাহিয়া সুপ্রভাত কীর্ত্তনে রাজকুমারকে জাগ্রত করিতেছিলেন। এমন সময় জানি না কেন কোন্ অলক্ষ্যসূত্রে কোন এক প্রভাত-বন্দিনীর মুখ হইতে সংসারের অনিত্যতা প্রতিপাদক পরমার্থতত্ত্বময় অপূর্ব্ব গাথা বিনিঃসৃত হইয়া সঙ্গীত তরঙ্গে রাজকুমারের গৃহ আন্দোলিত করিয়া তুলিল। রাজকুমার নিদ্রার শেষ দশায় অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি যেন ইহলোক ছাড়িয়া কোন দিব্যভূমিতে আগমন করিয়াছেন, দেবকন্যাগণ পাপতাপময় সংসার হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন এই সকল উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি শুনিলেন সেই নারীকণ্ঠ অমৃতস্বরে গাহিতেছেন—

"এই জগতমণ্ডল জরা ব্যাধি দুঃখে জর্জ্জরিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকেই মৃত্যু-ভয় সদা বিরাজিত। কেহই এই মৃত্যুর হস্ত হইতে

পরিত্রাণ পাইতেছে না। এই ত্রিভুবন শরতকালীন মেঘের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং এই জগতে জন্ম-মৃত্যু রঙ্গভূমির নটনটীর ন্যায় ক্রীড়া-প্রদর্শক মাত্র। বেগগামিনী গিরিনদীর ন্যায় মানবজীবন দ্রুত বহিয়া যাইতেছে এবং আকাশস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় একবার দেখা দিয়াই চিরকালের জন্য লুকাইয়া পড়িতেছে। ত্রিভুবনবাসী জীবগণ মোহমুগ্ধ হইয়া কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় বাসনার চতুর্দ্দিকে অবিরত ঘুরিতেছে। মৃগগণ যেমন লুব্ধ হইয়া ব্যাধের জালে জড়িত হয়, সংসারবাসী মানবগণও সেইরূপ ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ হইয়া অষ্টপাশে আবদ্ধ হইতেছে। বাসনাই এই সকল উপদ্রবের মূল এবং শোক দুঃখের কারণ স্বরূপ। এই পরিণাম-বিরস বাসনাকে পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বাসনাই অজ্ঞানতা, ভয় ও ভবতৃষ্ণার আশ্রয়। জ্ঞানীগণ বাসনাকে প্রজ্বলিত হুতাশন সম ভাবিয়া ভীত হইতেন এবং মায়ামরীচিকা সদৃশ ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা কল্পনাসম্ভূত জানিয়া দূরে পরিহার করিতেন।"

"প্রথম বয়সে দেহ কেমন সুন্দর, প্রীতিকর ও হৃদ্য থাকে, কিন্তু যখন ইহা জরা ব্যাধি ও শোক দুঃখে শ্রীহীন ও কাতর হইয়া পড়ে তখন মৃগের শুষ্ক নদী পরিত্যাগের ন্যায় মানব ইহা ত্যাগ করে। মনুষ্য ধনসম্পত্তিশালী হইলে অনেকে আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু মানব ধনহীন হইলে প্রকৃত আত্মীয়গণও শূন্যবৃক্ষের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করে। ফলফুলসমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় দাতাগণ সকলের প্রিয় হয় বটে কিন্তু তাহারা জরাগ্রস্ত ও ধনহীন হইলে গৃধ্রসম অপ্রীতিকর ও ভিক্ষাশ্রয়ী হইয়া পড়ে। বজ্রাহত অটবীর ন্যায় জরাজীর্ণ ব্যক্তি শ্রীহীন হইয়া যায়। জরা সকলের বলবীর্য্য হরণ করিতেছে, সুরূপ বিরূপ করিতেছে, সুখশান্তি নষ্ট

করিতেছে, নরনারীকে শোষণ করিয়া ফেলিতেছে। ঘন তুষার-পাতে লতাগুল্ম যেরূপ হীনতেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ জরার আক্রমণে মানব বলবীর্য্যহীন, হতশ্রী ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িতেছে। অতএব হে মুনে! এই বিষম জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ কর।"

"নদীস্রোতে পড়িয়া বৃক্ষের ফলপত্র যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কালস্রোতে সেইরূপ সংসারের প্রিয় সামগ্রী কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, মৃত্যুস্রোতে পড়িয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, পুনরায় সম্মিলনের আর আশা নাই। সকলেই মৃত্যুর অধীন কিন্তু কেহই মৃত্যুকে আয়ত্ত করিতে পারে না। নদীস্রোত যেমন কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, কাল-প্রবাহ সেইরূপ জীবমণ্ডলীকে অপহরণ করিতেছে, মৃত্যুর করালগ্রাসে সকলেই কবলস্থ হইতেছে। অতএব এ হেন মৃত্যুভয়পীড়িত জরাব্যাধিজর্জরিত সংসারকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর, তোমার অভিনিষ্ক্রমণের প্রকৃত সময় উপস্থিত।"

এই সঙ্গীত সমীরণের প্রবল প্রবাহে সিদ্ধার্থের হৃদয়-সমুদ্র বিষম আন্দোলিত হইয়া উঠিল, প্রাণ-তরি কাঁপিতে লাগিল, সংসার-বাসনার ক্ষুদ্রদীপ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বৈরাগ্যের প্রচ্ছন্ন অনল পুনরায় দেখা দিল। হৃদয়সাগরের অন্তর্নিহিত রত্নরাজি বিভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ-পথে সমুদিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য কোথা হইতে কোথা গিয়া পড়িয়াছে, তিনি কি করিতে আসিয়া কিসের জন্য কোথায় ভাসিয়া যাইতেছেন। আর সময় নাই, এইবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে আর পুনরায় পথ পাওয়া যাইবে না। এই ভাবিয়া

তিনি হৃদয়ক্ষেত্রে সুমহান্ লক্ষ্যের উচ্চ পতাকা দৃঢ়তররূপে প্রোথিত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত ছাড়িয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তাঁহার চিন্তা সংসারের আমোদ-কল্লোল হইতে বিদায় লইয়া বৈরাগ্যের নির্জ্জন কানন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে রাজকুমারের প্রফুল্লতা লোপ পাইল। চিন্তার কালিমা-রেখা মুখমণ্ডলে দেখা দিল, নির্জ্জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল। গোপা স্বামীর এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রীতি বিধান জন্য বিবিমতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না।

এই সময় রাজা শুদ্ধোদন একদা নিশাবশেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, যেন অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, জীবগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, এমন সময় কুমার সিদ্ধার্থ স্বীয় বেশভূষা উন্মোচন পূর্ব্বক পরিব্রাজক বেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন, দেবগণ সানন্দে তাঁহার অনুগামী হইতেছেন।

রাজা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াই আশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, যে ভাবনা এতদিন একরূপ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছিল, অদ্য স্বপ্ন-দর্শনে তাহা আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি সেই দিনই কুমার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। জানিলেন, কুমারের মন পুনরায় বিষণ্ণ হইয়াছে, কুমার কিসের জন্য যেন আবার সংসার-বাসনা বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। রাজা পুত্রকে নানাবিধ উপায়ে প্রবোধ বচনে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল-প্রযত্ন হইতে পারিলেন না।

সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তাসাগরের ঘোরতর আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যাননিমগ্নচিত্তে উপবেশন করতঃ সংসার রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। একাগ্রতাময় ধ্যানবলে তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব জগৎ বিভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব জগতস্থিত তেজঃপুঞ্জ (মার্ত্তণ্ড-দেবের কিরণজালে) তাঁহার হৃদয়-কোটরের মোহ-তিমির বিদূরিত হইয়া যাইল। তিনি দেখিলেন, ইহ সংসারে সুখ কোথায়? যাহা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, যাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আদৌ কোন স্থিরতা নাই, সেই জীবনের উপরই বা বিশ্বাস কি? যাহার ফলাফল প্রত্যহ নয়নগোচর করিয়াও জ্ঞানীগণ যাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই মায়ামোহময় জীবনই বা কোথা হইতে আসিল, আবার কোথায় বা চলিয়া যাইবে! আমরা কিছুই ত বুঝি না, (কেবল অনিত্যতার উপর ভাসমান হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।) তবে কি এই সৃষ্টিপ্রকরণ কেবলই অনিত্যতার পরিচায়ক! ইহার মধ্যে কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই? তাহাও কি কখন সম্ভবপর? তাহা হইলে শান্তিনামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? অবশ্যই ইহার মধ্যে এমন কোন নিত্য পদার্থ আছে যাহা হইতে এই শান্তিসুধার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে সেই নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান কি মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে! সেই নিত্য বস্তুর প্রাপ্তি কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য নহে! যদি তাহাই হয়,—তাহা হইলে কেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বেড়াইতেছি? সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিব। ভাগ্য ক্রমে যদি তথায় পঁহুছিতে সমর্থ হই তাহা হইলে মানবকে সেই পথ দেখাইয়া দিতে যত্ন করিব। আশা যদি সফল হয় তাহা

হইলে হয়তঃ জীবনের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইবে, লক্ষ্যের পথ সরল হইবে; মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, শান্তিনিকেতন প্রাপ্তির পথ পাওয়া যাইবে। রাজকুমার এইরূপ অকূল চিন্তা-পারাবারের উপর হৃদয়-তরি ভাসাইয়া উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

এদিকে পতিগতপ্রাণা গোপা স্বামীকে অবিশ্রুত চিন্তানিমগ্ন দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যত-ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিলেন, গোপার মনপ্রাণ স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা সহ নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় এক দিন তিনি স্বামী সহ নিদ্রিতাবস্থায় অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইলে পর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সমস্ত মহীমণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে, উন্মত্ত প্রভঞ্জনের ঘোরতর প্রতাপে বিশাল মহীরুহ সমূহ উৎপাটিত হইয়া দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে, নভোমণ্ডলস্থিত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি কক্ষচ্যুত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইতেছে, ঘন ঘন উল্কাপাতে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছে, রাজনগরীর অট্টালিকা সমূহ মৃত্তিকাশায়ী হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার কবরীবন্ধন ছিন্ন ও কেশজাল আলুলায়িত হইয়াছে, মুক্তাহার খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তিনি বিবস্ত্রা, অলঙ্কারহীনা, বিকলাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার স্বামীর বসন ভূষণ কিরীটাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, রাজছত্রদণ্ড ভগ্ন ও শ্রীহীন হইয়াছে, শয়নখট্টা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ বিভীষিকাময়, বিকট অন্ধকারে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, মহাসমুদ্র বিক্ষোভিত হইয়া সমস্ত গ্রাস করিতে আসিতেছে, মহাপ্রলয়ের উপক্রম ঘটিয়াছে।

গোপা এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভীতি-

বিহ্বলস্বরে স্বীয় স্বামী সমীপে সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! এ হেন ঘোরতর অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দর্শনে আমার মনে বড়ই আশঙ্কার উদয় হইতেছে, জানি না, ইহাতে কি ভয়ঙ্কর ফল ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। স্বামিন্! অবলার নিকট গোপন করিবেন না, ইহার প্রকৃত ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া আমার উদ্বিগ্ন হৃদয় শান্ত করুন।

সিদ্ধার্থ গোপার ব্যাকুলতা সন্দর্শনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহবচনে বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি সামান্য রমণীর ন্যায় ভীত হইতেছ কেন? তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ তাহা ভয়জনিত বা পাপের ফল নহে, বরং পুণ্যফলেই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, এক্ষণে তোমাকে তোমার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

তুমি যে মহীমণ্ডলের কম্পন দর্শন করিয়াছ তাহার ফলে জগতের জীবমণ্ডলী তোমার পূজা করিবেক।

তুমি যে বিটপীসমূহ উন্মূলিত ও কেশপাশ ছিন্ন হইতে দেখিয়াছ তাহার ফলে শীঘ্রই তুমি ক্লেশজাল হইতে বিমুক্ত হইবে ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে।

তুমি যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে নিষ্প্রভ ও কক্ষচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছ তাহার ফলে তোমার অশান্তিরূপী চিরশত্রু বিনষ্ট হইবে।

তুমি যে স্বীয় আভরণ ছিন্নভিন্ন ও পরিধেয় বসন স্খলিত দেখিয়াছ তাহার ফলে স্ত্রী-কায়া পরিত্যক্ত হইয়া আত্মার স্বরূপ লব্ধ হইবে।

তুমি যে রাজছত্রদণ্ডাদি ভগ্ন ও হস্ত পদাদি দেহ হইতে বিচ্যুত

হইতে দেখিয়াছ তাহার ফলে তুমি পাপচতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিলোক মধ্যে ধর্ম্মের একছত্রত্ব দর্শন করিবে।

তুমি যে আমার বসন ভূষণ উন্মোচিত ও মণিমুক্তাহারাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছ তাহার ফলে আমাকে শীঘ্রই সংসারের পাপ তাপ বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান-স্বত্রের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করিতে দেখিতে পাইবে।

সুতরাং, প্রিয়ে! তুমি এই সকল স্বপ্ন দেখিয়া ভীত বা উদ্বিগ্ন হইও না, বরং জীবজগতের অসীম দুর্গতি নাশের শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া খেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হও। মানব অনিত্য সুখভোগের লালসায় মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনব্যাপী দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম? প্রিয়ে! তুমি ত আমার সামান্যা রমণী নহ, তবে তুমি কি জন্য আমার এই মহান্ ব্রত সাধনের সাহায্যকারিণী না হইবে? এখন কি আর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্বর্ণের ক্ষুদ্র পালঙ্ক আমার শোভা পায়? এই সুবিস্তীর্ণ জগন্মাতার ক্রোড়ই আমার সুখশয্যা, উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গই আমার উপযুক্ত উপাধান, অসীম নভোমণ্ডলই আমার বিচিত্র চন্দ্রাতপ; প্রকৃতি রাজ্যের অনন্ত ভাণ্ডারই অতুল ঐশ্বর্য্য, বনের ফলমূলই আমার আহারের সামগ্রী, নদী-নির্ঝরের জলই আমার পানীয়; জগতের নরনারী আমার ভ্রাতাভগিনী, বনের পশুপক্ষী আমার বন্ধু বান্ধব। যাহাতে ইহাদের দুর্গতি দূর করিতে পারি তজ্জন্য জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি। প্রিয়ে! ইহাই আমার আশা-আকিঞ্চন, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, ইহাই আমার জনমের উদ্দেশ্য; এক্ষণে যাহাতে আমার আশা সফল হয়, উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে

পারি তাহার জন্ম তুমি আমার সহায় হও। প্রিয়ে! নচুবা আমার আর কিছুতেই হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হইবে না, সংসারে থাকিয়া আমি আর সুখশান্তি পাইব না; তজ্জন্ম তুমি দুঃখিত হইও না, বরং আমার সহধর্ম্মিণী স্বরূপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর যাহাতে আমি লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিয়া পাপতাপদগ্ধ জীবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তিসুখ আনয়নে সমর্থ হই। এই কথা বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থের চক্ষে জল আসিল।

গোপা আর থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। স্বামী সমস্ত জগতের জন্য স্বীয় জীবনদানে সমুদ্যত, কেবল স্বার্থ রক্ষার জন্য এ হেন মহান্ উদ্দেশ্য হইতে কিরূপে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন? ভাবিতে লাগিলেন, স্বামী জীবজগতের শোক তাপ নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা নিবারণের সুবিধা হয় সেই কার্য্যেইত সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে কেন বৃথা আমার সংসার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার পথে কণ্টক ছড়াইতে উদ্যত হইতেছি? আমার শত সহস্র দুঃখ হয় হউক, এ সামান্য জীবন স্বার্থ রক্ষার অভাবে অন্তর্হিত হয় হউক, তথাপি আর স্বামীর এ মহদুদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিব না। সাধ্বী সতী গোপা স্বামীর উচ্চতম লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার বাসনা পূরণের জন্য স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন তথাপি স্বামীর অভি মতের উপর আর দ্বিরুক্তি করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্পারূঢ়া হইলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারের সন্ন্যাসবেশে গৃহত্যাগের স্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যখন দেখি-

লেন যে, নানাবিধ উপায়ে কুমারের বৈরাগ্যভাব অপনোদনের চেষ্টা করিয়া ও যথাসাধ্য স্নেহসিক্ত প্রবোধ বচনে পুত্রকে বুঝাবার প্রয়াস করিয়াও কিছুতেই রাজার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ দৈবের নিকট কোন বলই জয় লাভ করিতে পারে না। সিদ্ধার্থ এতদিন উদাসীন হইয়াও সংসার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, নির্লিপ্ত থাকিয়াও সংসারী নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু বিধি নির্ব্বন্ধে এমন ঘটনা-চতুষ্টয় উপস্থিত হইল যে, তাহা নিত্যসংঘটিত অত্যাব সামান্য বিষয় স্বরূপ হইলেও সিদ্ধার্থকে সংসার হইতে বাহিরে লইয়া আসিবার হেতু হইয়া দাঁড়াইল।

একদা সায়ংকালে সিদ্ধার্থ নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া রথারোহণে প্রমোদ কাননে গমন করিতেছেন এমন সময় পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন এক জরাজীর্ণ, লোলচর্ম্ম, শিথিলগ্রন্থি, কুব্জকায় বৃদ্ধ যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে অতি কষ্টে দেহভার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিং সারথে! পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম
উচ্ছুষ্ক মাংসরুধিরত্বচস্নায়ু নদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্ত কৃশাঙ্গরূপঃ
আলম্ব্য দণ্ডং ব্রজেতেঽসুখং স্খলন্তঃ॥"

সারথি! এই পুরুষ এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় কেন? ইহার রক্তমাংস চর্ম্ম স্নায়ু সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছে কেন? ইহার কেশ শুক্ল, দন্ত বিগলিত দেহ ক্ষীণ হইয়াছে কেন? কি জন্যই বা এত কষ্টে যষ্টি অবলম্বনে স্খলিত পদে গমন করিতেছে?

সারথি উত্তর করিল—

"এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ।
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু॥"

দেব! ঐ ব্যক্তি জরাভিভূত হইয়া ক্ষীণেন্দ্রিয় সুদুঃখিত বলবীর্য্যহীন ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণ ইহাকে কার্য্যাক্ষম দেখিয়া বনস্থিত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডবৎ পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া কুমার সন্তপ্তহৃদয়ে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হিতং ভণাহি
অথচাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥"

ইহাই কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম? অথবা সমস্ত জগতেরই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে? শীঘ্র আমাকে ইহার প্রকৃত তথ্য বল, আমি তাহা শুনিয়া তদীয় কারণানুসন্ধান হেতু চিন্তা করিব।

সারথি বলিল—

"নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জর যৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যংপি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতি সঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং ন হি অন্যগতির্জগস্য॥"

দেব! ইহা কুলধর্ম্ম বা রাজধর্ম্ম নহে। জরা জগতের সমস্ত জীবের যৌবন নষ্ট করে। আপনি, আপনার পিতা, মাতা বন্ধু-

বান্ধব জ্ঞাতিবর্গ কেহই জরা হইতে মুক্ত নহেন, জীবের অন্যগতি নাই।

এই কথা শুনিয়া কুমারের হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—

"ধিক্ সারথে! অবুধ বালজনস্য বুদ্ধিঃ
যদ যৌবনেন মদস্তু জরাং ন পশ্যেৎ।
আবর্ত্তয়াশ্বিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জ্জরয়াশ্রিতস্য॥"

সারথি! অবোধজনের বুদ্ধিকে ধিক্, হায়! আমরা যৌবন-মদে মত্ত হইয়া জরার দিকে চাহিয়া দেখি না। অহো! আর নয়, সারথি! তুমি রথবেগ সম্বরণ কর। যখন আমরা এহেন জরার অধীন রহিয়াছি তখন আবার ক্রীড়া কৌতুকং কি?

এই বলিয়া রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার অন্তরের চিন্তা-মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। রাজা শুদ্ধোদনও পুত্রের এবম্বিধ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ অবগত হইয়া শঙ্কাকুলচিত্তে প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন প্রিয়-পুত্রের চিত্তের প্রীতিসাধন জন্য নৃত্যগীতপারদর্শিনী সুরূপা কামিনীকুলকে নিয়োজিত করিলেন। তাহারা সাধ্যানুসারে আমোদ-হিল্লোল প্রবাহিত করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কুমারের চিন্তা-মেঘ অপসৃত করিতে পারিল না। বরং মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর আর একদিন কুমার নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন এক বিবর্ণমূর্ত্তি বিকটদেহ বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি উত্থানশক্তিবিহীন হইয়া

স্বীয় মলমূত্রেই উপর পতিত রহিয়াছে এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া অতি কষ্টে সমাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কিং সারথে পুরুষরূপ বিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্তকৃচ্ছ
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে।"

সারথি! একি! এই বিকটরূপ, বিবর্ণগাত্র, বিকলেন্দ্রিয়, অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকারী, শুষ্কদেহ, উদরাময়গ্রস্ত, স্বীয় মলমূত্রে অনুলিপ্ত এ পুরুষ কে?

সারথি বলিল ;—

"এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধি ভয়ং উপগতো মরণান্ত প্রাপ্তঃ।
আরোগ্যতেজ রহিতো বলবীর্য্যহীনো
অত্রাণবি প্রশরণো হ্যপরায়ণশ্চ॥"

দেব! এই গ্লানিযুক্ত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত, ইহার বলবীর্য্য তেজ সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, ইহার আর আরোগ্যের আশা নাই, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ সহায়শূন্য ও নিতান্ত নিরাশ্রয়।

তখন কুমার বলিলেন ;—

"আরোগ্য তা চ ভবতে যথ স্বপ্নক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং।
কো নাম বিজ্ঞপুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং
ক্রীড়া রতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা ?"

আরোগ্যসুখও স্বপ্নক্রীড়া মাত্র, ব্যাধিভয় মানুষের কি ভয়ঙ্কর

অবস্থা উপস্থিত করে; ইহা দেখিয়া কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ক্রীড়ামোদে সুখাসক্ত থাকিতে পারে?

সারথি! রথ ফিরাও, আজ আর প্রমোদ-কাননে গমন করিব না, এই বলিয়া রাজকুমার বিমর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা শুদ্ধোদনের চিন্তাকুল হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বনাশের বিভীষিকা মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন? তিনি আর কোনরূপ সদুপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

আর একদিন সিদ্ধার্থ পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রমোদ ভবনে গমন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন,—কতকগুলি রোরুদ্যমান মনুষ্য খট্টার উপর স্থাপিত বস্ত্রাবৃত এক মানবদেহ স্কন্ধে লইয়া হাহাকার করিতে করিতে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

> "কিং সারথে! পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহিতো,
> উদ্ধৃত কেশ নখ পাংশু শিরে ক্ষেপন্তি!
> পরিচারয়িত্ব বিহরন্ত রস্তাড়য়ন্তো
> নানা বিলাপ বচনানি উদীরয়ন্তঃ।"

সারথি! একি? ইহারা মঞ্চোপরি শায়িত এক পুরুষকে কেন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে? কেনই বা আলুলায়িত-কেশ মস্তকোপরি ধুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে বিলাপ করিতেছে?

সারথি বলিল ;—

"এষোহি দেব পুরুষো মৃত্যু জম্বুদ্বীপে
নহি ভুয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাং
অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতিসঙ্ঘং
পরলোকে প্রাপ্ত নহি দ্রক্ষতি ভূয় জ্ঞাতিং।"

হে দেব! এ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। এ ব্যক্তি আর পিতা মাতা দারা পুত্র কাহাকেও দেখিতে পাইবে না। এ পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, গৃহ, সুখ, ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে, পুনরায় আত্মীয় স্বজন কাহারও সহিত দেখা করিতে পাইবে না।

এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গঃ।"
"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ণ মৃত্যুঃ
তথপি চ মহদ্দুখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্যা চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং।"

এমন জরাজর্জ্জরিত যৌবনকে ধিক্, বিবিধব্যাধিপরাহত স্বাস্থ্যকে ধিক্, অচিরস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে ধিক্ এবং পণ্ডিতগণের রতি-প্রসঙ্গকেও ধিক্।

যদি জরা ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলেও এই পঞ্চস্কন্ধ-ধারী দেহই ত মহদ্দুঃখের কারণ, তাহার উপর আবার যখন জরা ব্যাধি মৃত্যুর নিত্য উপদ্রব রহিয়াছে, তখন আর অন্য কথা কি? সারথি! তুমি রথ ফিরাও, আমি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুক্তির পথ চিন্তা করিব।

রাজকুমার সে দিনও ফিরিয়া আসিলেন, পরে আর একদিন উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যান-ভবনে গমন করিতেছেন এমন সময় এক জন প্রশান্ত মূর্ত্তি ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কিং সারথে! পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী
কাষায় বস্ত্র বসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥"

সারথি! এই সুস্থিরচিত্ত শান্তমূর্ত্তি পুরুষ কে? ইনি কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে অবনত-লোচনে অগ্রবর্ত্তী পথ মাত্র দৃষ্টি করিয়া ধীরপদে গমন করিতেছেন, ইনি উদ্ধত বা অহঙ্কারী নহেন।

সারথিকে এই অপরূপ মনুষ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সারথি উত্তর করিল;—

"এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নাম্না
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী,
প্রব্রজ্যা প্রাপ্তঃ শময়াত্মন এষমানো
সংরাগদ্বেষ বিগতো বিচরতি পিণ্ডচর্য্যাং।"

দেব! ঐ ব্যক্তি ভিক্ষু। ইনি সংসারের কামনা ও ক্রীড়া-সক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মার সমতা-সাধনে যত্নবান হইয়া সকলকে সমান জ্ঞান করিতেছেন এবং রাগদ্বেষাদি দমন করিয়া পিণ্ডচর্য্যায় অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যে জীবন ধারণ করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া রাজকুমারের উন্মুক্তপ্রায় হৃদয়দ্বার একেবারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, তিনি প্রফুল্লবদনে বলিতে লাগিলেন,—

"সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্যা নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরমস্তহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুর মমৃতং ফলঞ্চ।"

সাধু সারথি! সাধু! আজ তুমি আমার প্রাণের অভিলষিত উত্তম কথাই বলিয়াছ। জ্ঞানীগণ প্রব্রজ্যাই প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। ইহাতে নিজের ও অপরের হিত সাধিত হয়, জীবন সুখময় হয়, সুমধুর অমৃতফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বলিয়া কুমার সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিবার জন্য উদ্যানগৃহে গমন করিলেন। সে দিন আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। নির্জ্জনস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ধীর চিত্তে স্বীয় সঙ্কল্পপুঞ্জ স্থিরীকৃত করিতে লাগিলেন। একেইত কুমারের মন উদাসভাবে পূর্ণ ছিল, তিনি সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমোদ প্রমোদের মধ্যে অশান্তিরই ছায়া দর্শন করিতেন, তাহার উপর আবার জরাজর্জ্জরিত ব্যাধিপ্রপীড়িত ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পরিণাম চিন্তা করিয়া আরও সংসার-বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন;

কিছুতেই আর তিনি শান্তি দেখিতে পাইলেন না। জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার-সাগরের মধ্যে কোথায় শান্তি-তরণী প্রাপ্ত হইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কাজেই সদানন্দময় ভিক্ষুর শান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকেই সংসার পারাবারের শান্তি-তরণী স্বরূপ বলিয়া মনে করিলেন। ভাবিলেন, এই অনিত্যতার মধ্যে সংসারের সুখ-দুঃখ হইতে দূরে অবস্থিত এই সন্ন্যাস ব্রতই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। এ উপায় অবলম্বন ভিন্ন অন্য পথে উদ্ধার নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সংসার মধ্যে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি সাধারণে এ নির্লিপ্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; সুতরাং ধর্ম্মবিহীন মানবমণ্ডলীর সম্মুখে ধর্ম্মপথের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইলে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে হইবে, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনতার আশ্রয় লইয়া নিত্যপদার্থের জন্য অনিত্য সংসার-মায়া বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নতুবা অধর্ম্মের করাল কবল হইতে সাধারণকে রক্ষা করা যাইবে না। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বৈরাগ্য-পথ অবলম্বনই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া স্থিরীকৃত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগ।

সিদ্ধার্থের হৃদয়-সমুদ্র এখনও শান্তভাব অবলম্বন করে নাই, তাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাস এখনও প্রশমিত হয় নাই, তিনি চিন্তা করিতেছেন সংসার মধ্যে ধর্ম্মই মানবের একমাত্র আশ্রয়; সকলে ক্ষণভঙ্গুর সহায়তার আশ্বাসে এই নিত্য-আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া প্রকৃতপক্ষে নিরাশ্রয় হইতেছে। এখন সেই নিরাশ্রয় নরনারীবর্গকে প্রকৃত আশ্রয় ভূমি দেখাইয়া দিতে না পারিলেত আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার স্নেহময় প্রাণে একমাত্র পুত্র বিচ্ছেদরূপ দারুণ শলাকা কিরূপে বিদ্ধ করিব? মাতৃতুল্যা গৌতমার স্নেহপরিপূর্ণ সরল প্রাণে কিরূপে আঘাত করিব? অনন্যগতি পতিপ্রাণা গোপার চিরপোষিত সুদৃঢ় প্রেমবন্ধন জন্মের মত ছিন্ন করিবার জন্য কিরূপে নারীহত্যায় অগ্রসর হইব? হায়! যে প্রেমগঠিত মাধবী-লতা একমাত্র সহকার তরুকে জীবনের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ জানে তদবলম্বনে জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত করিয়া সে সহকার তরুকে স্থানান্তরিত করিলে সেই আশ্রয়চ্যুতা ভূমিবিলুণ্ঠিতা মাধবীলতা কত দিন আর জীবিত থাকিবে?

এই সকল চিন্তা যতই রাজকুমারের হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল ততই তাঁহার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প আকাশে বিলীন হইয়া যাইল; কিন্তু জগতবাসী প্রাণীমণ্ডলীর অশেষ দুঃখ ভার নিবারণের জন্য যিনি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্কল্প-প্রাসাদ সংসারস্নেহের প্রবল ঝ্যাতায় বারম্বার ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া যাই-লেও অবশেষে তাহার সুদৃঢ় চূড়া দেখা দিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, গোপা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র সিদ্ধার্থ বলিয়া উঠিলেন আমার আবার এক নূতন বন্ধন উপস্থিত হইল এবং ভাবিতে লাগিলেন যে আমার সঙ্কল্প-প্রাসাদ বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য যে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে অদ্য তাহার তেজ বৃদ্ধি পাইল। তখন সিদ্ধার্থ দেখিলেন, যে আর বসিয়া থাকিলে ক্রমশঃ হয়তঃ আরও উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়া আমার এই সামান্য সঙ্কল্প-ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে, অতএব সময় থাকিতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

এই ভাবিয়া কুমার প্রমোদ উদ্যান হইতে রাজভবনে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাজ-পৌত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে নানাবিধ জয়োল্লাস দর্শন ও মঙ্গল গীতি শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হই-তেছেন এমন সময় কৃশাঙ্গিনী নাম্নী কোন শাক্যকুমারীর সঙ্গীত-তরঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থের চিন্তাকুল মনে জীবন-রহস্যের গভীর মর্ম্ম কথার সুস্পষ্ট দৃশ্য প্রতিভাসিত হইল! তাঁহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। যাহার সঙ্গীত শ্রবণে সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প সাধনের সাহায্য বিধান ঘটিল তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য রাজ-কুমার স্বীয় গলদেশের বহুমূল্য হার উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাকে

পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই শাক্যকুমারী যুবরাজের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন, রাজকুমার বুঝি বা তাহার সঙ্গীত শ্রবণে বা সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই প্রেমচিহ্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন! এই ভাবিয়া হতভাগিনী আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মনে করিল রাজকুমারকে সংসারাবদ্ধ করিবার জন্য রাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ সফলকাম হইতে পারেন নাই, অদ্য বুঝি বা তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কুমারীর আশার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল—ছলনার খেলা শেষ হইল।

রাজকুমার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু রাজভবনের কোন প্রয়াসই তাঁহার মনের প্রীতি সংরক্ষণে সমর্থ হইল না। তিনি কোথাও শান্তির ছায়া দেখিতে না পাইয়া মনোভিলাষ পূরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু রাজার অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইলে বৃদ্ধ পিতা এই সংবাদে বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার করিতে থাকিবেন, হয়তঃ তাঁহার স্নেহময় হৃৎপিণ্ড এই দারুণ আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে; সুতরাং এরূপ স্থলে পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তদ্‌সমীপে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন নবজাত পৌত্রের রাহুল নাম নির্দ্দেশ করিয়া মনে মনে কতই আকাশ-কুসুম গ্রথিত করিতেছেন এমন সময় পুত্রের মুখে এই নিদারুণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া শোকভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অশ্রুবিগলিত নেত্রে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমি

বহু আশা করিয়া এই একমাত্র বংশের ধন পুত্ররত্নকে হৃদয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জন্ম সার্থক করিব বলিয়া কল্পনা করিয়া ছিলাম, কিন্তু আজ তুমি কি দুঃখে আমাকে সকল আশায় নিরাশ করিতেছ। প্রিয় কুমার! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমিত আমার একমাত্র আশ্রয় ভূমি, তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমি জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি, কি জন্য তুমি সেই একমাত্র যষ্টি কাড়িয়া লইয়া বৃদ্ধকে পথিমধ্যে নিরাশ্রয় করিতেছ। বৎস! তোমার কি অভাব আছে? কিসের জন্য তোমার বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? সতত অনুগতা সরলপ্রাণা গোপাকে কেন বৈধব্য দশায় নিপতিত করিবে? নবজাত শিশুসন্তানকে জন্মমাত্রেই কেন পিতৃহারা করিবে? কি দুঃখে তুমি সমস্ত ত্যাগ করিতেছ? প্রিয়পুত্র! প্রাণধন! তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন ছাড়িয়া আমার ধনজন জীবনে প্রয়োজন কি? বৎস! তুমিত সকলই জান, তোমাকে আমি আর কি বুঝাইব, বৃদ্ধ পিতাকে এ বয়সে হত্যা করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? তুমি যা চাও আমি তাহাই দিব, আমার কথা রাখ, গৃহ পরিত্যাগ করিও না, এই বলিতে বলিতে রাজার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল; বাক্য সমূহ নির্গমের পথ না পাইয়া যেন শোকাশ্রুরূপে অবিরল ধারে বিনির্গত হইতে লাগিল, রাজার বক্ষঃস্থল ভিজাইয়া মেদিনীমণ্ডল অভিষিক্ত করিল। সিদ্ধার্থও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পিতার দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনিও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রাজকুমার পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, পিতঃ! আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আশা

পূর্ণ না হইবে সংসারে সুখ কোথায়? সেই আশা পূর্ণের জন্য আমি আপনার নিকট বর চতুষ্টয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি যদীপি আমার ভিক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন তাহা হইলে গৃহ পরিত্যাগের আবশ্যক নাই।

নদীতে নিমজ্জিত-প্রায় ব্যক্তি সম্মুখে তৃণগুচ্ছ ভাসমান দেখিলে তাহাকে অবলম্বন স্বরূপ ভাবিয়া যেরূপ আগ্রহসহ তাহা ধরিতে চেষ্টা করে, রাজা শুদ্ধোদন পুত্রমুখে অভিলাষ পূরণের কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন এইবার পুত্রের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইয়া তাহার আশা পূর্ণ করিব, তাহা হইলে বৎস আর সংসার ছাড়িয়া তাঁহাকে অকূল পারাবারে ডুবাইবে না। এই ভাবিয়া রাজা বলিলেন বৎস! তোমার যাহা কিছু অভিলাষ আছে তৎসমুদয় ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিব।

তখন রাজকুমার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—

"ইচ্ছামি দেব! জরা মহ্য ন আক্রমেয়া
শুভবর্ণ যৌবনস্থিতো ভবি নিত্য কালং।
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবি নোচ ভবেত ব্যাধি
রমিতায়ুষশ্চ ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ॥"

হে দেব! আমি ইচ্ছা করি যেন জরা আমাকে আক্রমণ না করে, আমার যৌবন যেন চিরস্থায়ী থাকে, ব্যাধিশূন্য থাকিয়া চিরকাল যেন স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করি এবং অনন্ত আয়ু প্রাপ্ত হইয়া যেন মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করি।

কুমারের ঈদৃশ প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হতাশস্বরে বলিলেন, বৎস! জরা ব্যাধি মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষা করি আমার

এমন ক্ষমতা নাই। কোটিকল্পকালব্যাপী তপস্যানিরত যোগী-গণও ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, পিতঃ! তবে এই জরাব্যাধিপ্রপীড়িত মৃত্যুভয়সমন্বিত সংসার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া লোক কিরূপে সুখের অনুসন্ধান করিবে? অনন্ত দুঃখের পসরা মাথায় লইয়া ক্ষণিক সুখের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? যাহাতে সুখের মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া দুঃখের মরুভূমিতে দগ্ধ হইতে না হয় তজ্জন্য কি চেষ্টা করা উচিত নহে? তবে আপনি বৃথা স্নেহে আবদ্ধ হইয়া কেন মুক্তির পথ হইতে আমাকে দূরে লইয়া যাইতেছেন, সুখের নামে অশান্তির দ্বারে কেন প্রবেশ করাইতেছেন! আপনি তৃষ্ণাসম্ভূত স্নেহপাশ ছিন্ন করুন এবং যাহাতে এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জগতের দুঃখ বিমোচনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি তজ্জন্য বরদান করুন, আপনার অনুমতি পাইয়া আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে যত্নবান হই।

রাজার হৃদয়কন্দরে পুত্রস্নেহের প্রবল ব্যাত্যা প্রবাহিত থাকিলেও ধর্ম্মের তাড়িতাগ্নি একবার চমকিয়া উঠিল। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা পুত্রের মহৎ ভাব অনুভব করিলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য প্রাণপ্রিয়তম পুত্রের অদম্য আকাঙ্খার বিষয়ও ভাবিয়া দেখিলেন, তখন অগত্যা সন্তপ্তহৃদয়ে শোকাশ্রুনেত্রে ক্রন্দন-স্বরে বলিলেন, বৎস! আর কি বলিব, জগতের মোক্ষপথ প্রদর্শনের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, তোমার আশা সফল হউক।

সিদ্ধার্থ পিতৃ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তথা হইতে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন কক্ষে শয্যাশায়ী হইলেন।

রাখ, যেন কোথাও বিন্দুমাত্র অন্ধকার স্থান না পায়, এবং সকলে সাবধানে জাগ্রত থাকিয়া রাত্রে কুমারকে রক্ষা করিবে, যেন কুমার অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিতে না পায়। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নর্ত্তকীগণ কুমারের মনোহরণ জন্য আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইল, এবং নানাপ্রকার কটাক্ষ ভঙ্গিমা ও হাবভাব প্রকাশ সহ কুমারের সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কুমারের মন লক্ষ্যচ্যুত হইল না। অবশেষে কুমারকে নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইলে সেই অবসরে রমণীগণ সকলে শ্রান্তিদূর মানসে কুমারের শয়ন কক্ষের সম্মুখেই শয়ন করিল, এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

অনন্তর রজনীর দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইলে ঘোর নিশীথ সময়ে কুমার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, সুষুপ্ত নর্ত্তকীগণ বিকৃতাবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। যাহারা বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে পরম রূপবতী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহবা নিদ্রাবস্থায় বিবস্ত্রা হইয়া বীভৎসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কাহারও বা সযত্নগ্রথিত কবরীগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া মুখমণ্ডলকে এমন বিকৃতভাবে সমাচ্ছাদিত করিয়াছে যে, তদ্দর্শনে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কাহারও বদনের উৎকট ভঙ্গী, বিকট হাস্য, কাহারও ভয়ঙ্কর দন্ত নিষ্পীড়ন, ঘন ঘন নাসা শব্দ, কাহারও বা পৈশাচিক অঙ্গবিনিক্ষেপ প্রভৃতি বিকট দৃশ্য দর্শন করিয়া রাজকুমারের মনে মানবদেহ সম্বন্ধে একপ্রকার ঘৃণার উদ্রেক হইল, তিনি চতুর্দ্দিকে প্রেতপুরীর বীভৎসমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে উদয় হইল, হায়! মানব কি বুঝিয়া স্বেদ-মূত্র-পুরীষাদি অশুচি পদার্থে পরিলিপ্ত, অস্থি-মজ্জা-

মেদ-মাংস শোণিতাদি পরিপূর্ণ এই রাক্ষসী দেহ লইয়া ক্রীড়া সুখে রত হয়? অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই কীটের ন্যায় মলমূত্রাদিময় চিত্রপটে অনুরক্ত হয়, নির্ব্বোধেরাই বরাহের ন্যায় অশুচি মধ্যে নির্ম্মগ্ন হয়—মূর্খেরাই রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় দীপশিখায় দগ্ধ হয়। অহো! ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই, মায়া-মরীচিকায় আমি আর মুগ্ধ হইব না। মানব এহেন অশুচিময় অসার দেহের জন্য জীবনের সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে, প্রকৃত পথ ভুলিয়া গিয়াছে, আমি সেই সুখশান্তি পুনরায় আনয়ন করিব, প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিব। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ইহাই উত্তম অবসর, এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব না। এই ভাবিয়া তিনি গৃহের দ্বারদেশে সমাগত হইলেন এবং তথায় প্রিয় অনুচর ছন্দককে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, আমি এই নিশীথ সময়েই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিব, তুমি আমার জন্য অশ্ব প্রস্তুত কর। জীবদেহের জরা-ব্যাধি-মরণ রূপ পাপ বিমোচনের উদ্দেশে বাল্যকাল হইতে যে শিব-শান্তি লাভের জন্য আমার প্রাণ ক্রন্দন করিতেছে, অদ্য তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ছন্দক! তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত করিয়া আন।

রাজকুমারের মুখনিঃসৃত বাক্যরূপ ভীষণ শেলাঘাতে ছন্দক মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ হইতে কোন কথা বিনির্গত হইল না। পরে বহুকষ্টে শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া বলিল, যুবরাজ! রাজ্যপদ প্রাপ্তির জন্য কতলোকে জন্ম তপস্যা করিয়া থাকে, রূপবতী গুণবতী মনোমত ভার্য্যা লাভের জন্য কতলোক কতকাল আরাধনা করিয়া থাকে, সুলক্ষণা কান্ত সুকুমারকান্তি পুত্রের নিমিত্ত কত যাগযজ্ঞ ব্রতপালন করিয়া

থাকে, কিন্তু আপনার এসকলের কিছুরই অভাব নাই, তবে আপনি কেন তপস্তায় যাইবেন? তবে একান্তই যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এ সময় এ যৌবনকাল সংসারে অবস্থান করুন, শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যুবরাজ ছন্দককে উপদেশ দান স্বরূপে বলিতে লাগিলেন, ছন্দক! ইহসংসারের কাম্য ও কাম সমস্তই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ। এই মায়ামরীচি সদৃশ কাম্য ও কামনা জ্ঞান-বিপর্য্যয় হইতে উদ্ভূত, মিথ্যা-প্রত্যয় দ্বারা সমুৎপাদিত। এ সমস্তই কদলীকাণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর, রিক্তমুষ্টির ন্যায় শূন্যগর্ভ ও অসার, এবং নীহারের ন্যায় লয়শীল। মানব এ হেন তুচ্ছ কামের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পরিশেষে যাবজ্জীবন দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকে। এ কারণ পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়ে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ছন্দক! যে কামনা অশেষ দুঃখের নিদান স্বরূপ সেই কামনার অন্ত নাই, মানব শতসহস্র উপভোগেও সে তৃষ্ণার বিরতি সাধন করিতে পারে না, বরং তাহা উত্তরোত্তর আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ হেন বহুদোষসমন্বিত কামনা-জালে আর আমি বদ্ধ হইব না, কামনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধর্ম্মরূপ নৌকা আরোহণে ভবসমুদ্র পার হইব এবং নিজে উত্তীর্ণ হইয়া জগতবাসী জীবদিগকে ভবসাগর পার হইবার পথ দেখাইব। ছন্দক! তুমি এ কার্য্যে বাধা দিও না, আমার গৃহত্যাগের জন্য খেদ করিও না, বরং আমার মহান্ ব্রত সাধনের জন্য সাহায্য কর।

সিদ্ধার্থের উপদেশবাক্যে এবার ছন্দকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাব সমুদিত হইল, সে রাজকুমারের হৃদয়স্থিত বিশ্বব্যাপী-প্রেমতরঙ্গের কথা চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়া

পড়িল ; ভাবিল, যিনি জগতের হিতসাধন জন্য সমস্ত ধন বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছেন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা তাঁহার কার্য্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা জীবনের সদ্ব্যয় আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন সে দেখিতে পাইল যে, যুবরাজের প্রতিজ্ঞা সুমেরুর ন্যায় অচল অটল, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, শত সহস্র বিপদ্‌পাতেও অবিচলিত, তখন ভাবিয়া দেখিল যে, বৃথা আর তাঁহার সংকল্পে বাধা দিয়া লাভ কি? সুতরাং ছন্দক রাজকুমারের আদেশানুসারে দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত জন্য অশ্বশালায় গমন করিল।

এই সময় সিদ্ধার্থের মনে তাঁহার নবজাতপুত্র ও প্রাণপ্রিয়া গোপার কথা উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, জন্মের মত ত সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন একবার তাহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া কুমার ধীর পদবিক্ষেপে সুতিকাঘরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গোপা আলুলায়িত কেশে শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার এক হস্ত সন্তানের মস্তকতলে স্থাপিত ও অপরহস্ত সন্তানকে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ধৃত করিয়া রাখিবার জন্য নিয়োজিত ; নিজে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

কুমার প্রেয়সীকে প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লইলেন, সন্তানের মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল না, কতক যেন অঞ্চলে ঢাকা পড়িয়াছে! কুমার ইচ্ছা করিলেন পুত্রটিকে একবার ক্রোড়ে লইয়া জন্মের মত একবার মুখচুম্বন করিয়া যাইবেন, কিন্তু পাছে গোপার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ততদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তাঁহার এ অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

এই সময় শতসহস্র চিন্তাতরঙ্গের প্রবল ঘাত, প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় পিণ্ড শতধা যেন বিভক্ত হইয়া পড়িল, তিনি চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সমস্ত মনবল একত্রিত করিয়া স্নেহের মূলদেশ পর্য্যন্ত হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত করিয়া ফেলিলেন। সেই নিদারুণ উৎপাটনে তাঁহার সমস্ত দেহযন্ত্র প্রকম্পিত হইল, স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্যরোধ হইল, মস্তিষ্ক স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তিনি উন্মাদের ন্যায় বিহ্বলচিত্তে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ছন্দক কণ্ঠক নামক এক দ্রুতগামী সুজাত অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমারও আর কাল বিলম্ব না করিয়া একলম্ফে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন এবং দ্বারাভিমুখে গমন করিলে প্রহরীগণ জানিতে পারিবে ভাবিয়া নগর প্রাচীর সমীপে সমাগত হইলেন। পরে সেই অমিততেজা অশ্ব প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া একলম্ফে প্রাচীর পার হইয়া গেল। ছন্দকও প্রভুর অনু-গমন করিল। রাজকুমার নগর পার হইয়া পশ্চাৎদৃষ্টিতে শেষবার জন্মভূমির প্রতি একবার নয়নপাত করিলেন। তখন মায়া মোহ আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া মার (প্রলোভন) আসিয়া রাজসুখ-ভোগের রমণীয় দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিল। কিন্তু রাজ-কুমার স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় মনবল সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার সেই অনন্ত মানসিক বলের জলন্ত তেজে মারের সমস্ত মায়া ভস্মীভূত হইল। তিনিও বায়ুবেগে অশ্ব পরিচালন-পূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ছন্দকও পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহারা রাজ্যসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রৌড়া দেশে সমাগত হইলেন। ক্রমশঃ তথা হইতে মল্লদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখান হইতে নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে যখন মৈনেয় দেশের বেণুবন সমীপে পদার্পণ করিলেন তখন যামিনী প্রভাত হইল। এই স্থান কপিলবস্তু নগর হইতে প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সিদ্ধার্থ রজনী অতিবাহিত হইলে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় গাত্র হইতে আভরণাদি উন্মোচন করিয়া ছন্দককে বলিলেন ;—

"ছন্দো গৃহীত্ব কপিলপুরং প্রয়াহি
মাতা পিতৃনাং মম বচনেন পৃচ্ছেঃ
গতঃ কুমারো নচ পুনঃ শোচিথাঃ,
বুদ্ধিত্ব বোধি পুনরহমাগমিষ্যে
ধর্ম্মং শুনিত্ব ভবিষ্যথ শান্তচিত্তাঃ।"

ছন্দক! তুমি অশ্ব ও আমার গাত্রাভরণাদি সমস্ত লইয়া কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন কর। আমার পিতা মাতা যাহাতে শোকসন্তপ্ত না হন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে এবং বুঝাইয়া বলিবে যে, আপনারা কাতর হইবেন না, কুমার সম্যক্ ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন, তখন আপনারা সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া জগতে শান্তিসুখ লাভ করিবেন।

এই বলিয়া সিদ্ধার্থ একে একে সমস্ত অলঙ্কারাদি ছন্দকের হস্তে প্রদান করিলেন। ছন্দক কাঁদিতে লাগিল এবং নানাবিধ অনুনয় বিনয় সহকারে কুমারকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। তখন শোকশেলবিদ্ধ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় জ্ঞানহারাবৎ ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য

হইল; কিন্তু কেমনে রাজকুমারকে একাকী ফেলিয়া যাইবে? যিনি কখন যানারোহণ ব্যতীত গৃহের বাহির হন নাই, যাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য শত শত দাসদাসী নিযুক্ত ছিল, যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে চরিতার্থতা লাভের জন্য কতশত লোক সর্ব্বদা উৎগ্রীব থাকিত, যাঁহার মনের প্রীতিবিধান জন্য সমস্ত রাজপুরী সর্ব্বদা চেষ্টাশীল ছিল, আজ তাঁহাকে কেমনে নির্জ্জন কাননে বিসর্জ্জন দিয়া যাইবে? তাই ছন্দক দুই পদ অগ্রসর হয় আবার অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চাৎদিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া দেখে, কুমারের নিরলঙ্কার দেহ-বল্লরী, নগ্ন পদযুগল দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, প্রাণ নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। তখন বিহ্বলমনে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, আবার যেন চেতনা পাইয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হয়, এইরূপে ছন্দক অল্পে অল্পে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

এদিকে সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন, এ সুচিক্কণ লোকশোভন কেশদাম লইয়া আমার কি হইবে? সন্ন্যাসব্রতে এ সকলের প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সম্মুখে কাষায়বাসপরিহিত এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন। তখন নিজের কারুকার্য্য-বিভূষিত বারানসী বস্ত্রের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, ভিক্ষুকের এ বস্ত্র কেন? এই ভাবিয়া তিনি ব্যাধকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাহার সেই শত ছিন্ন কাষায় বস্ত্রের সহিত নিজের বারানসী বসন পরিবর্ত্তন করিলেন, পরে তাহার নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের সুচারু কেশদাম ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই ব্যাধের কাষায় বস্ত্র তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া নিজ দেহে ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসবেশে সজ্জিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী।

বহুজন্মের তপস্যার ফলেও যে রাজসিংহাসন লাভ করা যায় না, বহু ভাগ্যবলেও যে অতুল সম্পত্তি লাভ করা যায় না, বহু সুকৃতির গুণেও যেরূপ মনোমত পত্নী অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, বহু পুণ্যের ফলেও যেরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যময় সন্তানের মুখদর্শন সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, সেই রাজসম্পদ, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, সেই প্রেমময়ী ভার্য্যা, সেই অনুপম স্নেহশীল সন্তান সমস্তই পরিহার করিয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই নবীন বয়সে—উন-ত্রিংশ বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই যৌবনের পূর্ণ জোয়ারের সময় সুকঠিন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি ছন্দককে বিদায় দিয়া কৌপীনমাত্র সম্বল লইয়া জগতে জ্ঞানের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন।

কপিলবস্তু হইতে প্রায় ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর তিনি মৈনেয় দেশের অনুবৈনেয় নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলেন। সেখানে শাকিয় নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে প্রথম দিন অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সময়ে পদ্মা নাম্নী ব্রাহ্মণীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনানন্তর ক্রমশঃ আরও পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া

খ্যাত তাহাই বুদ্ধদেবের সময় পাণ্ডবশৈল নামে অভিহিত হইত। সেই সময় রাজা বিম্বসার রাজগৃহের অধিপতি রূপে বিরাজমান ছিলেন। সিদ্ধার্থ এই রাজগৃহে সমাগত হইয়া দেখিলেন, এই নগর বিন্ধ্যাচলের শাখাশৈল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরম রমণীয় স্বভাব শোভা ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ এই সকল শৈলের নিভৃত কন্দর সমূহ যেমন লোককোলাহলের সীমা-বহির্ভূত থাকিয়া নির্জ্জনতাপ্রিয় তপস্বীকুলের আবাসভূমি স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ আবার সমৃদ্ধ নগরের সমীপবর্ত্তী থাকিয়া নানা সুবিধা সম্ভোগের সুযোগ বিধান করিয়া দিতেছে দেখিয়া তিনি সেই পাণ্ডবশৈলের কোন এক গুহার মধ্যে নিজের নির্জ্জনবাস মনোনীত করিয়া লইলেন।

একদা যখন তিনি রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা পাত্র লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন নগরবাসী নরনারীবর্গ তাঁহার অপরূপ দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। সেই মোহন মূর্ত্তি যাহার নয়নপথে পতিত হইল, সেই অনিমিষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, রমণীগণ তাঁহার দর্শন লালসায় বাতায়ন দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। যে একবার সেই অনুপম লাবণ্যময় দিব্য মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল সেই সমস্ত গৃহকার্য্য ভুলিয়া আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। পথিক গমনকালে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর না হইয়া জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, নগরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নগরে যেখানে যাও দেখিবে, সেইখানে ইহারই আন্দোলন চলিতেছে, সকলেই এই কথা লইয়া তোলা-[illegible]তেছে।

পরিশেষে রাজার নিকট সম্বাদ আসিল, কোন দেবমূর্ত্তি ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। রাজা বিম্বসার বাতায়ন হইতে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অনুচরবর্গকে সেই দিব্য মূর্ত্তির অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

যথাসময়ে রাজা পাণ্ডবশৈলস্থিত গুহার মধ্যে সেই পুরুষরত্নের অবস্থান বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পারিষদবৃন্দসহ তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই দেবমূর্ত্তি গুহাসমীপে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা ভক্তিনম্র-বচনে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগের কারণ অনুধাবন করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, বুঝি বা কোন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতে বিফল মনোরথ হইয়া হতাশায় অথবা অভিমানে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি প্রবোধ বচনে বলিলেন, বন্ধুবর! যদিও উভয়ে পরস্পরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় নাই বটে, কিন্তু বাল্য কাল হইতেই আমরা পরস্পরের প্রীতিচিহ্ন বিনিময়ে সৌহৃদ্দসূত্রে আবদ্ধ আছি। এক্ষণে আপনাকে সম্মুখে পাইয়া আমি আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়াছি। আপনি বৃথা কেন এ নবীন বয়সে এমন কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আসুন, আমার সহিত একত্রে এই রাজ্যসুখ উপভোগ করুন, আপনার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনে রত হউন।

"মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে
মাচ্ছয় তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।

পরম সুকুমার তুভ্যম্বায়ঃ
ইহ মম রাজ্যে বসাহি ভুঙক্ষ্ব কামান্॥"

সিদ্ধার্থ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

"স্বস্তি ধরণীপাল তেস্ত নিত্যং
নচ অহং কামগুণেভিরর্থী কোস্মি!
কামং বিষসমা অনন্তদোষা
নরকে প্রপাতন প্রেত তির্য্যক যোনী।
কাম অলভমানা দহন্তে তথাপি।
লব্ধা ন তৃপ্তি বিন্দবন্তি।
যদা পুরে অবশস্তু তজ্জয়ন্তে
তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোর কামা।"

হে ধরণীপতে! আপনার মঙ্গল হউক, আমি কামভোগের বাসনা করি না; কাম বিষতুল্য অশেষ দোষের আকর স্বরূপ। কামই মনুষ্যকে নরকে নিপতিত করে এবং প্রেত ও তির্য্যক যোনিতে টানিয়া আনে।

কাম্য সামগ্রী লব্ধ না হইলে শরীর ও মন দগ্ধ হইতে থাকে; আবার লব্ধ হইলেও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি সাধিত হয় না। কামনা যখন বেগবান হইয়া উঠে তখন তাহাকে আর নিবারণ করিতে পারা যায় না; এইরূপে কামনা যখন অজেয় হয় তখন বিষম দুঃখরাশি আনয়ন করে।

মহারাজ! এমন কাম্য বস্তুর উপভোগে আমার প্রয়োজন নাই; ইহা যতই ভোগ করা যায়, লালসার পরিতৃপ্তি দূরে থাকুক, পিপাসা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

করিতেছিলে

গুরুর সমকক্ষ হইতে

পাঠক! শুনিলে বিশ্বাস করিবেন কি? এই লোকাতীত কঠোর সাধনায় বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল, শীতের পর শীত আসিল, গ্রীষ্মের পর আবার গ্রীষ্ম দেখা দিল, কত ঝড়, বৃষ্টি, বর্ষা, রৌদ্র মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু রাজকুমার সেই দ্বিহস্ত মাত্র ভূমির উপর একাসনে নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আস্ফালক ধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, কুম্ভক সমাধিতে দশেন্দ্রিয়ের জড়তা সাধিত হইয়াছে; তখন শত শত দংশ জীবের নিদারুণ দংশনে দৃক্‌পাত নাই, অনিদ্রা অনশনে ভ্রূক্ষেপ নাই, মরণ জীবনের স্বতন্ত্রতা লুপ্তপ্রায়; এ হেন কঠোরতম তপস্যায় ছয় বৎসর অতীত হইল। সেই ষড়বর্ষব্যাপী উগ্রতম সাধনায় রাজভোগের সুকোমল দেহ কঙ্কালাবশেষে পরিণত হইল, নয়ন কোটরগত, রক্তমাংস অন্তর্হিত, চর্ম্ম পরিশুষ্ক, এবং অস্থি পঞ্জর মেরুদণ্ডাদি বহির্গত হইয়া শরীর এমনই বিকৃত ভাব ধারণ করিল যে, তাঁহাকে পাংশু পিশাচ মনে করিয়া রাখাল ও কাঠুরিয়াগণ তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত।

সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর কাল একাসনে এই মহাধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়াও দেখিলেন তিনি যাহা খুঁজিতেছেন তাহা ইহাতে নাই। যখন এরূপ অলৌকিক চেষ্টা এ হেন দুষ্কর তপস্যায় তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, তখন তিনি বুঝিলেন শরীরকে এরূপ দুঃসহ যাতনা দিয়া কোন বিশেষ লাভ নাই। এই ভাবিয়া তিনি ছয় বৎসরের পর যোগাসন ভঙ্গ করিয়া কুঞ্চিত জানু ধীরে ধীরে প্রসারিত করিলেন। পরে অল্পে অল্পে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে শক্তি কোথায়? তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে বহু কষ্টের পর একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া পদসঞ্চা-

লন মাত্রে ভূমিতলে পতিত হইলেন, তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। শিষ্যগণ এতকাল ধরিয়া প্রভুর দেহ সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকিয়া এখন দেখিলেন যে, তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। প্রভুর প্রাণপক্ষী বুঝি দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ভাবিয়া সকলে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা আশা পরিত্যাগ করিল না।

অবশেষে সিদ্ধার্থের চৈতন্য সম্পাদিত হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন।

অনন্তর সিদ্ধার্থ তাঁহার মনোবাঞ্ছা [illegible] ভাবিয়া দেহ রক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। [illegible] ক্ষীণ শরীর পোষণোপযোগী আহার করিতে [illegible] তাঁহার শরীরে বল সঞ্চার হইল। পরে তিনি এই ছয় বৎসরের জল, বৃষ্টি বর্ষায় তাঁহার পরিধেয় বসনখানি জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্মশান ঘাটস্থিত রাধা নাম্নী এক মৃত রমণীর পরিত্যক্ত একখানি বস্ত্র নদী জলে ধৌত করিয়া নিজের পরিধেয় বসন স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় পঞ্চ শিষ্যের [illegible] মনে [illegible] যে, গুরুদেব ধর্ম্ম পথের ক[illegible] পথের দিকে ফিরিয়া [illegible] গুরুর আচরণে কতক সন্দিগ্ধ হইল এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীর সমীপবর্ত্তী ঋষিপত্তন নামক স্থানে গমন করিল।

সিদ্ধার্থ একে লক্ষ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে বিফলমনোরথ হইয়া আকুল হৃদয়ে ভাবিতে ছিলেন, তাহার উপর আবার দেখিলেন যে তাঁহার শিষ্য পঞ্চ জনও এ সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] গেল; তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয় [illegible] হইল। এই সময় আবার সংসার-বাসনা রমণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার

দেবরাজ স্বয়ং ... ত্রিতন্ত্রী বীণা ... আবির্ভূত হইয়াছেন। বীণার একটি তার বিষম আকৃষ্ট থাকায় সঞ্চালনকালীন তাহা হইতে অতি কর্কশ স্বর বিনির্গত হইতেছে, আর একটি তার অত্যন্ত শিথিল থাকায় আদৌ তাহা হইতে কোন স্বর নির্গত হইতেছে না, তৃতীয় তারটি পরিমিতরূপে সংযত থাকায় ... হইতে অতীব সুমিষ্ট স্বর বহির্গত হইয়া শ্রোতাকে বিমো- ... করিতেছে।

এই স্বপ্ন দর্শনে রাজকুমারের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, একদিকে কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপর ... সমস্ত সংযমহীনতা উভয়ই পরিহার পূর্ব্বক মধ্যপথ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। সুতরাং শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখিয়া ধ্যানবলে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্ম সঙ্কল্প করিলেন।

উরুবিল্ব কাননের সন্নিহিত নন্দিক [সেনানি (?)] নামক গ্রামস্থিত বহু ধনশালী এক জমিদারের সুজাতা নাম্নী এক ... সেবানিরতা সুশীলা কন্যা ছিল। তিনি নৈরঞ্জনা-তীরে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর সমাগমবার্ত্তা শুনিয়া ... তুষ্ট ... মানস করিয়াছিলেন, ... ন্যাসী ... পায় নিমগ্ন ছিলে ... পরায়ণা সাধ্বী রমণীর আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে ... যোগাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠি ... প্রস্তুতীকৃত পায়সান্নসহ পরিচারিকা ... প্রবর সিদ্ধার্থের সমীপে আগমন করি ... কুরি ... রিবার জন্য অনুন ... রিলেন। সিদ্ধার্থ ভক্তিপরায়ণা সাধ্বী ... গ্রহ

হইলেন। তিনি এই ছয় বৎসরের পর নৈরঞ্জন
স্নান করতঃ সুস্নিগ্ধ হইয়া সেই ভক্তিমতি সতীপ্রদত্ত পায়সান্ন
আহার করিলেন। সুজাতাও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল
প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধত্ব লাভ।

সিদ্ধার্থ ধ্যানবলে সিদ্ধিলাভের জন্য নৈরঞ্জনা কুল হইতে বন-প্রদেশাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে এক বিশাল বটবৃক্ষ অবলোকন করতঃ তাহারই তলদেশে পুনরায় যোগাসনে উপবিষ্ট হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন সিদ্ধার্থ অনতিদূরবর্ত্তী স্বস্তিক নামক তৃণকর্ত্তককে দেখিয়া তাহার নিকট হইতে নবীন দূর্ব্বাদল সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই বৃক্ষমূলে তৃণাসন প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে সেই যোগাসন সহ বৃক্ষবরকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে সেই আসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। পদ্মাসন অবলম্বন পূর্ব্বক দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য মন প্রাণ নিয়োজিত করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিলেন ;—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে।"

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক, অস্থি, মাংস লয় প্রাপ্ত হউক, সুদুর্লভ বোধি জ্ঞান লাভ না করিয়া আমার দেহ যেন এই আসন হইতে বিচলিত না হয়।

সিদ্ধার্থ এইরূপ মহা প্রতিজ্ঞায় স্বীয় দৃঢ় সঙ্কল্প সুদৃঢ়তর করিয়া মহাধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

এই সময় মার (প্রলোভন) স্বীয় দলবল সমস্ত লইয়া আর একবার আসিয়া দেখা দিল; প্রবল পরাক্রমে সিদ্ধার্থের হৃদয়-মন্দির আক্রমণ করিল। পূর্ব্বে ভোগলালসার মোহিণীমূর্ত্তি দেখাইয়া সিদ্ধার্থকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া ছিল। কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া এক্ষণে মৃত্যু-ভয়ের ঘোরতর বিভীষিকা সম্মুখে ধারণ করিল। কিন্তু ইহাতেও তাহারা সিদ্ধার্থের কঠোর সঙ্কল্পের কঠিনতম প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। তখন অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। সমস্ত দিনের সুদারুণ সংগ্রামের পর সন্ধ্যাসময়ে সিদ্ধার্থের ধর্ম্ম-প্রয়াস বিজয়-নিশান উত্থিত করিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধির একটি সোপান অতিক্রম করিল।

নিম্নের দূষিত বায়ু ছাড়াইয়া উর্দ্ধস্তরে উঠিবার পর চিত্তের কলুষভাব বিদূরিত হইল, হৃদয় কাম-বিমুক্ততা লাভ করিল। তখন তিনি নির্ম্মলহৃদয়ে সবিচার-সবিতর্ক নামা প্রথম সমাধিতে নিবিষ্ট হইলেন। নিত্য ও অনিত্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং নিত্যানিত্যের সহিত নিজের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিত্তস্থিত বাসনা বিলুপ্ত হইল, তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। তখন তিনি নির্বিতর্ক নির্বিচার নামক দ্বিতীয় সমাধিতে অধিরূঢ় হইয়া অহং-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমশঃ নিষ্প্রীতিক নামক

তৃতীয় সমাধিতে তাঁহার প্রীতিজ্ঞান বা বিরাগ ভাব লোপ পাইল, সুখ দুঃখের স্বতন্ত্র সত্ত্বা তিরোহিত হইল। তখন তিনি নির্বীজ নামক চতুর্থ সমাধিতে আত্ম সমর্পণ করিলেন, ক্রমশঃ তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অনুভব পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইল, তিনি নিত্যবস্তুর সহিত নিজের সত্ত্বা মিশাইয়া দিলেন, তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তিনি দেখিলেন ;—যে জরামরণ সমস্ত জীবজগত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, জাতি (জন্মগত অস্তিত্ব) তাহার উৎপত্তি-কারণ ; জাতি ভব-প্রত্যয়ের (কর্ম্মভূমির) ফল ; ভবপ্রত্যয় উপাদান (পঞ্চভূত) হইতে জাত ; উপাদান তৃষ্ণা (বাসনা) সম্ভূত ; তৃষ্ণা বেদনা (অনুভব) হইতে উৎপন্ন ; বেদনা স্পর্শের (বাহ্য বিষয় সহ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ) ফল ; স্পর্শ ষড়ায়তন (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন) হইতে জাত ; আবার নামরূপ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি ; বিজ্ঞান (প্রভেদ জ্ঞান) নামরূপের কারণ ; সংস্কার (প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধারণা) বিজ্ঞানের হেতু ; অবিদ্যাই (অহংজ্ঞানসর্ব্বস্ব মায়া) এই সংস্কারের মূল কারণ। সুতরাং যদ্যপি এই অবিদ্যাকে বিনাশ করা যায় তাহা হইলে জরামরণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যাইবে।

প্রভাতে সিদ্ধার্থ অমূল্য নিধি স্বরূপ এই পরম জ্ঞান লাভ করিলেন। এত দিনের পর তাঁহার চেষ্টা সফল হইল, আশা পূর্ণ হইল, তিনি লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। যে কারণে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছেন, পিতা তাঁহাকে যে বরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, যৌবনে যে জরামৃত্যুর বিভীষিকাময় দৃশ্য তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া ছিল, অদ্য সেই জরা-মৃত্যুর অতীত দিব্যালোক লাভের পথ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু

কেবলমাত্র পথ পাইয়াই কি তিনি ক্ষান্ত রহিলেন ? যাহাতে সেই পথের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পঁহছিতে পারেন তজ্জন্য পুনরায় ধ্যানে বসিলেন। যে অবিদ্যা সমস্ত সুখ দুঃখের আদি কারণ বলিয়া জানিতে পারিলেন নিজেকে সেই অবিদ্যা হইতে সম্যকরূপে মুক্ত করিবার জন্য পুনরায় মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য, সুখ দুঃখের অনুভব, কর্ম্মাকর্ম্মের প্রভেদজ্ঞান, আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া কলাপ, অনুরাগ বিরাগের আবেগ উচ্ছাস সমস্তই লোপ পাইল, তিনি মহানির্ব্বাণ স্বরূপ অনন্ত পারাবারের শান্তিময় তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেই মহাশান্তির ক্রোড়ে বসিয়া নির্ব্বাণ-সমুদ্রে ভাসমান হইলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুখ দুঃখের নির্ব্বাণ হইল, ইন্দ্রিয় মনের নির্ব্বাণ ঘটিল, আশা আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণ হইল, বাসনার নির্ব্বাণ হইল। তিনি মহা-শান্তিসহ নির্ব্বাণ-সমুদ্রে মিশাইয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধরূপে পরিণত হইলেন। এতদিনে তাঁহার আশা পুর্ণ হইল, চেষ্টা সফল হইল। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন। যে মহাবৃক্ষের মূলে বসিয়া সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, শুদ্ধোদনতনয় বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন, গয়পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত সেই বৃক্ষবর বোধিদ্রুম নামে বিখ্যাত হইল।

কেহ কেহ বলেন এই পাদপের অঙ্কুরজাত বৃক্ষ এখনও বর্ত্ত-মান আছে। আবার খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বোধিদ্রুমের একটী শাখা সিংহলের অনুরাধপুরে সমানীত হইয়া তথায় প্রোথিত হয়, সেই বৃক্ষ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পাদপ স্বরূপে এখনও বিরাজমান থাকিয়া জগতে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে !

শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যসিংহ এইরূপে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই

নবম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম প্রচার।

অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসাদি সপ্ত ধাতু, চক্ষু-কর্ণ-ত্বগাদি পঞ্চেন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি-বাসনাময় মানস-সমুদ্র সমস্তই মন্থন করিয়া যে দেব-দুর্লভ অমৃত-কুণ্ড লাভ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল নিজের হৃদয় মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবেন, অথবা জীবগণের মুক্তির জন্য সংসার-ক্ষেত্রে ঢালিয়া দিবেন, এই চিন্তা লইয়া বুদ্ধদেব পুনরায় ভাবিতে বসিলেন। মনে করিলেন, তিনি যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার জ্যোতির্ময় কিরণ কি পাপাচ্ছন্ন মানবের কলুষিত হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে? তিনি যে নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাহা কি মোহমুগ্ধ মানব মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইবে? বিশেষতঃ তিনি যে উচ্চতর ধর্ম্ম-পতাকা হস্তে লইয়া জীবমণ্ডলীর মুক্তিদ্বার দেখাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছেন, প্রতিকূল প্রভঞ্জনের ঘোরতর আঘাতেও কি তিনি তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন? জীবের অজ্ঞানতা ও নিজের অসমর্থতার বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্ব্বাণ-মুক্তি যাহার হস্তগত হইয়াছে, অজ্ঞানতা-তিমির অতিক্রম পূর্ব্বক জ্ঞান-শিখরে যিনি অধিরূঢ় হইয়াছেন, সংশয়-মেঘ কতক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থিতি

...র? বুদ্ধদে...
দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ আকুল হইল; ...বলে যে সত্য-
... সেই অমূল্য নিধি...
করিতে দৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। ভাবিলেন, আমি ব্রহ্মে অবস্থান
পূর্ব্বক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব। ... লোকেই এ ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিবে।
এই ভাবিয়া বুদ্ধদেব অজ্ঞানতার দুরন্ত তরঙ্গের বিরুদ্ধে একাকী
দণ্ডায়মান হইলেন এবং একাকীই সেই প্রবল প্রবাহের প্রতিকূলে
ধর্ম্মতরি চালাইতে ...

বুদ্ধদেব ... ক্রোধাদিদোষবিবর্জ্জিত প্রবীণ গুরু রুদ্র-
ককে এই নব ধর্ম্মের অভিনবতত্ত্ব জানাইতে অভিলাষ করিলেন,
কিন্তু ধ্যানবলে অবগত হইলেন রুদ্রক সপ্তদিন হইল ইহলোক
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা জানিয়া ... শুদ্ধসত্ত্ব আরাঢ়
কলামকে নব ধর্ম্মের অমৃত আস্বাদন উপভোগ করাইবার জন্য
ধ্যাননিমীলিতনেত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তিন দিন
হইল তিনিও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন শাক্যসিংহ তাঁহার
পূর্ব্বতন সেই পঞ্চ শিষ্যকে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত
বারাণসী... মাইল উত্তরস্থিত মৃগদাব (বর্ত্তমান নাম সারনাথ)
নামক ঋষ্যাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

পথিমধ্যে গয়ার সন্নিকটে আজীবক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিত বুদ্ধদেবের অসামান্য তেজঃপূর্ণ ও অপূর্ব্বকান্তিসমন্বিত
দিব্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ভরে তাঁহার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম...
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের তেজোময় প্রত্যুত্তরের
মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের মূলে কুঠারাঘাতের লক্ষণ দেখিয়া আজী-
বক ক্রোধোন্মত্তভাবে তথা হইতে দক্ষিণমুখে প্রস্থান করি...

বুদ্ধদেব ক্রমশঃ সুদর্শন বাস, রোহিত বস্ত্র, অনাল গ্রাম, সারথি-পুর, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় নাবিক তরপণ্য অভাবে বুদ্ধদেবকে নৌকাযোগে পার করিতে অসম্মত হওয়ায়, কথিত আছে, বুদ্ধদেব যোগবলে আকাশ-পথে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। নাবিক এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা বিম্বসার সমীপে সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা এই অশ্রুতপূর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া আদেশ করিলেন যে, অদ্য হইতে নাবিকগণ সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গঙ্গাপারের জন্য তরপণ্য গ্রহণ করিতে পাইবেক না, কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ডণীয় হইবেক।

বুদ্ধদেব গঙ্গা পার হইয়া প্রথমে বারাণসীধামে উপস্থিত হই-লেন, তথা হইতে মৃগদাবে গমন করিলেন। যে পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে কঠোর তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া ব্রতভঙ্গদোষে দূষিত বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে গুরুকে সমা-গত দেখিয়া কৌণ্ডাণ্য নামক একজন ভিন্ন অপর সকলে শিষ্যো-চিত ব্যবহার করিল না। বুদ্ধদেব তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া স্বীয় আকর্ষণীশক্তিগুণে ও অমৃতময় উপদেশ প্রভাবে প্রথমে কৌণ্ডা-ণ্যের সরল প্রাণে নবধর্ম্মের জ্যোতিঃফলক প্রতিবিম্বিত করিলেন। কৌণ্ডাণ্য সেই শান্তিময় সুখ-রাজ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া বুদ্ধদেবের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলেন। বুদ্ধ-দেব যথাসময়ে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যরূপে পরিণত করি-লেন। কৌণ্ডণ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্য হইলেন।

বুদ্ধদেব ক্রমশঃ বাপা, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ ইহাদের সকলকেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করি-

লেন। পরে বর্ষাকাল সমাগত হইল দেখিয়া বুদ্ধদেব তিনমাস মৃগদাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরম উৎসাহ সহকারে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহ বুঝাইতে লাগিলেন। সেই শান্তিময় অমৃত-ধর্ম্ম পান করিবার জন্য নানা স্থান হইতে দলে দলে লোক-প্রবাহ আসিয়া তথায় সমাগত হইল। মৃগদাবে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সংবাদ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধদেবেরও শিষ্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চাশৎ পার হইয়া গেল। গয়ার পথে আজীবক নামক যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের তেজোময় বাক্যে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে বিহঙ্গু নামক গ্রামের দিকে গমন করিয়াছিল, সে সেই গ্রামস্থিত এক ব্যাধকুমারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে সংসারীরূপে পরিণত হয়। পরে সংসার মধ্যে ভোগবাসনায় অশেষ যাতনা অনুভব করিয়া পুনরায় বুদ্ধদেবের পদতলে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। এইরূপ অনেক সংসারবিরাগী ব্যক্তি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক গোপনে পলায়ন করিতে গিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে মুগ্ধ হইত ও তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শান্তি-সুধা লাভ করিত।

অবশেষে বর্ষা যখন শেষ হইল, তখন বুদ্ধদেব দেখিলেন, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ষাটি জন হইয়াছে। তিনি সেই ষাট জনকে নানাদিকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাবিহিত উপদেশ দিয়া নিজে উরুবিল্ব অভিমুখে গমন করিলেন।

এই উরুবিল্ব কাননে প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ উপযুক্ত ভাতৃদ্বয়সহ বাস করিতেন। তাঁহারা তিন জনেই অগ্নিহোত্রী মহর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহাদের বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল।

জ্ঞান-পিপাসু কাশ্যপ বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্বে মুগ্ধ হইয়া সেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও সমস্ত শিষ্যবৃন্দ বুদ্ধের ধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেশবিখ্যাত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ ভ্রাতৃদ্বয় ও শিষ্যমণ্ডলীসহ বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারমাত্র চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বুদ্ধদেব ধর্ম্মালাপে কিয়ৎকাল উরুবিল্ব বনে অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুযায়ী রাজগৃহে গমন করিলেন। বুদ্ধের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রাজা বিম্বসার তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। যষ্ঠীবন বাসস্থান মনোনীত হইল। পরে বুদ্ধদেব সময় বুঝিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় রাজাকে মুগ্ধ করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। রাজা বিম্বসারের নব-ধর্ম্ম গ্রহণ বার্ত্তা প্রচারমাত্র চারিদিকে গুরুতর আন্দোলন চলিতে লাগিল, নানাস্থানে নানারূপ জনরব উঠিল। তাঁহার দর্শন লালসায় শত শত লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে শান্তির ছায়া দেখিয়া অনেকে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

পরে রাজার অনুরোধক্রমে শাক্যসিংহ রাজভবনের সন্নিকট-স্থিত বেণুবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং এই স্থানেই শত সহস্র লোকে তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণে বিমোহিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল। ক্রমে উপতীষ্য, কালিত নামক ব্রাহ্মণদ্বয় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নামে অভিহিত হইলেন। এই সময়ে বুদ্ধদেব সংঘ নাম দিয়া ভিক্ষুদিগের জন্য এক সমাজ সংস্থাপন করিয়া উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ-

দ্বয়কে উৎসাহশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগকেই সংঘের মধ্যে প্রধান পদে বরিত করিলেন। তদ্দর্শনে প্রাচীন শিষ্যগণের মনে হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরের অবনতি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল; কাজেই কিয়ৎকালের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি স্থগিত হইয়া রহিল। বরং সাধারণের মন হইতে নূতনত্বের মোহন দৃশ্য লুপ্ত হওয়ায় দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ সুযোগ বুঝিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সিদ্ধিলাভের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার সত্যধর্ম্মের জ্যোতিতে শত শত লোকের চক্ষুরুন্মীলিত হইতেছে সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শন বাসনায় পুত্রকে স্বদেশে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যাহাকে পাঠাইলেন, সে বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সংসারমায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার প্রেরিত লোক প্রত্যাবর্ত্তন করিল না দেখিয়া উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে পুনরায় অপর ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তিও সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভিক্ষুর দলে মিলিত হইল।

এইরূপে কপিলবস্তু হইতে নয় বার লোক পাঠান হইল। বুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াত দূরের কথা তাহাদিগের মধ্যে একজনও আর ফিরিয়া যাইল না। অবশেষে রাজা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বুদ্ধের বাল্যসখা কালউদায়িনকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। কালউদায়িনও বুদ্ধের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বসন্তকাল সমাগত হইলে তাহা ভ্রমণের উপযুক্ত সময় ভাবিয়া কালউদায়িন বুদ্ধদেবকে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার পুত্রমুখ সন্দর্শনের জন্য বড় লালায়িত হইয়াছেন। তাঁহার আশা পূর্ণ করিবার জন্য আপনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলুন।

বুদ্ধদেব পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য সম্মত হইয়া সশিষ্য কপিলবস্তু অভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মল্লদেশে অবস্থিতি কালীন মল্লরাজগণকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি কপিলবস্তুতে উপনীত হইয়া ভিক্ষুদিগের নিয়মানুসারে রাজভবনে গমন না করিয়া নগরের অদূরবর্ত্তী ন্যগ্রোধ বনে বাসস্থান স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া কপিলবস্তু নগরীর আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য তথায় আগমন করিল; ন্যগ্রোধ কানন দ্বিতীয় কপিলবস্তু নগরীরূপে শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগের নিয়মানুযায়ী নগরে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। হায়! স্বয়ং রাজপুত্র আজ ভিখারীবেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃশ্য দর্শন করিয়া কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না, কোমলপ্রাণ রমণীগণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর হতভাগিনী গোপা ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছাদোপরি আরোহণ করিলেন। কিন্তু উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া

চিত্রার্পিতার ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যাহার জন্য তিনি এ বয়সে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী, যৌবনে সন্ন্যাসিনী, যাঁহার জন্য সমস্ত রাজপুরী শোকবসনে সমাচ্ছন্ন, যাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইবার জন্য সকলেই সমুৎসুক, তিনি কিনা ভিখারীর বেশে পিতারই রাজ্য মধ্যে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন! যাঁহার সুখ বিধান জন্য সমস্ত রাজ-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, যাঁহার ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য সমস্ত রাজপুরী নিয়োজিত রহিয়াছে, যাঁহার আজ্ঞা-পালনে কৃতার্থতা লাভ জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তিনি কিনা আজি স্বয়ং ভিক্ষুকবেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! এ নিদারুণ দৃশ্য সরলহৃদয়া গোপার প্রাণে কতক্ষণ সহ্য হয়? তিনি লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর ভিক্ষা-বৃত্তির কথা রাজ-সমীপে নিবেদন করিলেন। রাজা সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক রূপে বুঝাইতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রণালীর অনুমোদিত বলিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তখন আর কোনরূপ উত্তর দিতে না পারিয়া বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রকে রাজভবনে লইয়া আসিলেন। রাজবাটীর সকলে আসিয়া বুদ্ধদেবকে যথাবিহিত সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বুদ্ধদেব দেখিলেন সকলেই উপস্থিত হইয়াছে, কেবল গোপা আইসে নাই। তখন তিনি দুই জন শিষ্য সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধদেব গোপার সমীপে সমাগত হইবামাত্র গোপার হৃদয়-সমুদ্রের তরঙ্গরাশি এতই উদ্বেলিত হইয়া

উঠিল যে, তাঁহার মুখ হইতে আদৌ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বুদ্ধের চরণতলে পতিত হইয়া নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধের কি অলৌকিক ক্ষমতা! তাঁহার পবিত্র দেহ স্পর্শমাত্র গোপার অন্তর মধ্যে কি এক বিদ্যুৎ-রেখা বহিয়া গেল, তাঁহার মনোমধ্যে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল। বুদ্ধদেবও সময় বুঝিয়া ধর্ম্মের অমৃতস্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব সুধাময় ধর্ম্ম কথায় এ হেন স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা গোপারও হৃদয় কতক শান্তি লাভ করিল।

বুদ্ধদেবের কপিলবস্তু নগরে অবস্থান কালীন তাঁহার বিমাতা গৌতমীর গর্ভজাত নন্দের বিবাহোৎসব উপস্থিত হইল। এবং সেই সময়ই রাজা শুদ্ধোদন নন্দকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবারও উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের সেই অভিনব ধর্ম্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! নন্দ এক দিন সেই অমৃতময় সাগরে ভাসমান হইয়া আর সংসার-তীরে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন না। তিনি বিবাহের সুখ, রাজভোগের কামনা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজভবনে বিবাহের উদ্যোগ হইতে হইতে আবার বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল, সকলের প্রস্ফুটিতপ্রায় আশা-মুকুল বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। রাজপুরীর মধ্যে শোকসাগর উথলিয়া উঠিল।

আবার একদিন বুদ্ধদেব ভিক্ষার্থ রাজভবনে আগমন করিয়াছেন এমন সময় গোপা স্বীয় পুত্র রাহুলকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া বলিলেন, বৎস! ঐ তোমার পিতা উপস্থিত হইয়াছেন, এই সময় তাঁহার নিকট পৈতৃক ধন প্রার্থনা কর। সাত বৎসরের বালক রাহুল মাতার উপদেশানুযায়ী সেই অপরিচিত ভিক্ষুকের

নিকট পিতৃধন যাচিঞা করিল। বুদ্ধদেব বালকের কথায় কোন উত্তর দিলেন না, তিনি আহারান্তে পুনরায় ন্যগ্রোধ বনে গমন করিলেন। শিশুবুদ্ধি রাহুল মাতার নিকট ফিরিয়া যাইয়া কি বলিবেন তাই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে ন্যগ্রোধ বনে উপস্থিত হইল এবং পুনঃ পুনঃ পিতৃধনের জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধদেব ভাবিলেন, আমি বোধিদ্রুমতলে যে অমূল্য সপ্তরত্ন পাইয়াছি, ইহাকে সেই পৈতৃক ধনের অধিকারী করিব। এই ভাবিয়া রাহুলকে দলভুক্ত করিয়া লইবার জন্য সারিপুত্রকে আদেশ করিলেন। সারিপুত্র সপ্তমবর্ষীয় রাহুলকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা শুদ্ধোদনের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। গোপার হৃদয়ে শত শেল বিদ্ধ হইল। কিন্তু ধন্য বুদ্ধদেব যিনি সাত বৎসরের সন্তানকে স্বহস্তে সন্ন্যাসী সাজাইয়া সংসার আশ্রম হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারিলেন। ধন্য সেই পিতা যিনি নিজে সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রকেও অকাতরে রাজভবন হইতে ধর্ম্মকুটীরে লইয়া আসিলেন, রাজসিংহাসন হইতে নামাইয়া তৃণাসনে বসাইলেন, রাজপরিচ্ছদ ফেলাইয়া বৈরাগ্যবেশে সজ্জিত করিয়া সুখী হইলেন।

এদিকে বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন বংশের একমাত্র প্রদীপ-সিংহাসনের একমাত্র আশা ভরসা রাহুলকেও বুদ্ধ গৃহ পরিত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইলেন দেখিয়া সেই বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না বুদ্ধের নিকট সমাগত হইয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন বৎস! তোমায় আর কি বলিব, তবে আমার

এই মাত্র অ... তুমি পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত কাহারও সন্তানকে সংসারত্যাগী করাইও না। বুদ্ধদেব পি... রক্ষা করিলেন এবং অতঃপর ... কাহারও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে ভিক্ষু শ্রেণীভুক্ত করা না ... সেরূপ ব্যবস্থা ক...

বু... কপিলবস্তুতে অবস্থানকালীন রাহুল ও নন্দ ব্যতীত দেবদত্ত, আনরুদ্ধ প্রভৃতি রাজপরিজনবর্গকেও স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন, এবং তথায় নব ধর্মের পতাকা উড্ডী... তথা হইতে রাজগৃহে প্রস্থান করি... মধ্যে অনে... তীরবর্ত্তী অনুপ্রিয় নামক চ্যুতবনে কিয়দ্দিন ... সময় তাঁহার শ্বশুর বংশীয় অনেক লোক তদীয় ...

অনন্তর বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় রাজগৃহের বেনুবনে বুদ্ধদেব অবস্থানকালীন শ্রাবস্তী ... নামক এক ধনবান্ বণিকপুত্র সংসার মোহ ... বুদ্ধদেবের ... আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনিই অনাথদিগের জন্য স্বীয় অতুল ধনসম্পত্তি অকাতরে ব্যয় করিতেন, ... অনাথপিণ্ডদ নামে অভিহিত হন।

অনাথপিণ্ডদ বর্ষাবসানে বুদ্ধদেবকে শ্রা... করিয়া লইয়া তত্রত্য জেতবন নামক এক রমণী... ব্যয়ে এক বিহার নির্ম্মাণ করাই... রাজ্যের রাজধানী এই শ্রাব... পরায়ণ ন... উপদেশ গুণে বিমোহি... ধর্ম্মের উন্নতি জন্য নানাবিধ চে...

পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন তাঁহারাও রাজভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের অনুগমন করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে লইয়া এক সন্ন্যাসিনী দল সংগঠন করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা সেই দলের নেত্রীরূপে বিরাজমান হইলেন। পরে এই ভিক্ষু-ধর্ম্মিণী সন্ন্যাসিনীবর্গের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব একাকী কৌশাম্বীর মুকুল পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। তথায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজা বিম্বসারের মহিষী ক্ষেমা সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসিনী দলে প্রবিষ্ট হইলেন! রাজ্য মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এত দিন কেবল মাত্র পুরুষগণই এই নবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছিল, এক্ষণে বুদ্ধদেবের মোহিনী শক্তি গুণে কুলকামিনীগণও সংসার-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিতে লাগিলেন।

অনন্তর বুদ্ধদেবের সহিত তীর্থঙ্কর নামক হিন্দু দার্শনিকদিগের বিচার বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাহারা বিচারে পরাজিত হইলে তাহাদিগের নেতার মধ্যে একজন অপমানে আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল। তখন তাহারা বিচার ছাড়িয়া বিবাদ আরম্ভ করিল ও যেন তেন প্রকারে বুদ্ধদেবের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়া তাঁহাকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বারবনিতার সাহায্যে নানাবিধ কুটিল চক্রান্তে নানারূপ কলঙ্ক কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মিথ্যা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? প্রথমে যদিও তাহারা কতক কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অবশেষে ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়-

স্নান হইল, অতোব সিংহনাদে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহা-দিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল।

পরবৎসর কপিলবস্তুর সমীপবর্ত্তী সংসুমার শৈলে বুদ্ধদেবের বর্ষাকাল যাপিত হইল। তথায় বাসকালীন নকুল ও মদ্গালী নামক শিষ্যদ্বয়ের পিতা মাতা আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ক্রুরপ্রকৃতি মদ্গালীর প্ররোচনায় সংঘদিগের মধ্যে বিবাদের সুত্রপাত হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহাদিগকে যথোচিত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সহজে তাহাদের বিবাদানল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল না। তখন বুদ্ধ-দেব তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী পারিলেয়ক বনে প্রস্থান করিলেন। সেই স্থানেই বর্ষাকাল অতিবাহিত হইল।

এদিকে কলহরত শিষ্যগণ নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিয়া অবশেষে অনুতপ্তহৃদয়ে পুনরায় বুদ্ধদেবের শরণাগত হইল। বুদ্ধদেবও তাহাদের একান্ত অনুনয় বিনয় দর্শন পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পুনরায় মগধদেশে সমাগত হইলেন। এই সময় তিনি রাজগৃহের সন্নিকটস্থ একনালা গ্রামের ভরদ্বাজ নামক কৃষিকর্ম্মনিরত এক ব্রাহ্মণের দ্বারে ভিক্ষার্থে আগমন করিলে দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সংসারের সমস্ত ভুলিয়া কেবল একমাত্র কৃষিকর্ম্মেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, দান ধর্ম্ম তাঁহার নিকট অপরিচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদ্দর্শনে বুদ্ধদেব ভরদ্বাজকে বলিলেন! ব্রাহ্মণবর! আপনি পরের ভূমি লইয়া বিবাদের বীজ বপনে সতত ব্যস্ত রহিয়াছেন, কিন্তু আপনার নিজের জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে সে দিকেত আপনার

দৃষ্টিপাত নাই! এই কথা শুনিয়া ভরদ্বাজ সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, শ্রমণশ্রেষ্ঠ! আপনি কি বলিতেছেন? আমার জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আপনাকে কে বলিল? আমার পঞ্চশত হল প্রত্যহ কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে; আমার নিজের জমি কি কখন আবাদশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে? বুদ্ধদেব তখন উপদেশছলে উত্তর করিলেন, এই যে আপনার সুপ্রশস্ত হৃদয়-ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে, কই আপনিত ইহার জন্য বিশ্বাস-বীজ সংগ্রহ করেন নাই? মন-সূত্রে জ্ঞান-হল বাঁধিয়া বিনয়-কালে ক্ষেত্রকর্ষণে প্রবৃত্ত হন নাই, সৎকার্য্য রূপ বারি সেচনে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন নাই, ধর্ম্ম-লাঙ্গল ধারণ করিয়া কর্ম্মিষ্ঠতা রূপ বলদ চালনের জন্য উৎসাহ উদ্যম রূপ তাড়ন-দণ্ড পরিচালন করিতে অগ্রসর হন নাই, কিরূপে তবে মোহ রূপ কণ্টকাদি বিনষ্ট হইবে? কিরূপেই বা নির্ব্বাণ রূপ অমৃতফল লাভ হইবে?

ভরদ্বাজ বুদ্ধদেবের মুখে এইরূপ অপূর্ব্ব উপদেশ বাণীসমূহ শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং সংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব সাভিয়বিয়, বেরঞ্জ, মণ্ডলদেশ, চালিয়া গ্রামাদি পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে তথা হইতে জেত বনে অবস্থানকালীন পুত্র রাহুলের বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাকে ভিক্ষুপদে বরণ করিলেন এবং শিক্ষাপ্রদানছলে তদ্‌সমীপে ধর্ম্মসূত্র ব্যাখা করিতে লাগিলেন। ইহাই রাহুলসূত্র নামে অভিহিত।

পরিশেষে বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে গমন করিয়া বর্ষাকাল ন্যগ্রোধ

[illegible]পন করিতে মানস করিলেন। এই সময় তদীয় খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র মহানাম রাজা শুদ্ধোদনের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া শাক্য-রাজবংশের নাম রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনিও বুদ্ধদেবের অনুগমন করিলেন। এইবার শাক্যবংশ প্রকৃতই নির্ম্মূল হইল; রাজা শুদ্ধোদনের সিংহাসন উত্তরাধিকারী-শূন্য হইয়া পড়িল। শাক্য রাজকুলের শেষ প্রদীপ নির্ব্বাণ পাইল।

ক্রমশঃ মহাত্মা শাক্যসিংহের প্রেমময় স্নেহবারি সিঞ্চনে বনে ব্যাধতনয় মৃগশিশু ছাড়িয়া বুদ্ধের চরণতলে আশ্রয় লইল, চালিয়ার সমীপবর্ত্তী অঙ্গুমাল নামক কাননস্থিত দুর্দ্দান্ত দস্যুও করুণাবতার বুদ্ধের প্রেমপাশে আকৃষ্ট হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপ-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল, ভীষণপ্রকৃতি অসুরসম অত্যাচার-প্রবণ দুরাত্মাগণও বুদ্ধের ধর্ম্মকথার আকর্ষণী গুণে বিনীত ব্যবহারের তাড়িত সঞ্চালনে মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল। এমন কি পাপমতি বারাঙ্গনাকুলও বিলাস-বাসনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসিনী বেশে নবধর্ম্মের সেবা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দেবদত্ত নামক একজন শিষ্য বিম্বসারতনয় পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর সাহায্যে স্বতন্ত্র ভিক্ষুদল সংস্থাপন করিল এবং গোপনে বারম্বার বুদ্ধদেবের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বরং অল্পদিন মধ্যেই নিজে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রতিষ্ঠিত দলবল সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বুদ্ধের ধর্ম্মজ্যোতি অধিকতররূপে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেবের মহিমা।

সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগতে এই অভিনব ধর্ম্মের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলেন তখন প্রথম শিষ্য কোণ্ডাণ্যকে লইয়া একদিন সন্ধ্যাসমাগমে নিস্তব্ধ বন ভূমির মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রকৃতিদেবীর অনন্তমূর্ত্তির মধ্যে অপূর্ব্ব জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুভব করিতেছেন এমন সময় অপর চারিজন শিষ্যসহচর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর মূর্ত্তি ধারণ করিল, জগৎ যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, এহেন সময়ে সেই ঘোর নিশীথে গহন বনে বসিয়া বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, দেখ সংসারীগণ একদিকে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের জন্য মায়া মোহে জড়িত হইয়া রহিয়াছে অপরদিকে সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ঘোরতর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে হৃদয়কে কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছে, বিষম নিষ্পীড়নে মনকে উত্তপ্ত হইতে অধিকতর উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে হইলে উভয় পথই পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আমি সেই মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, এই পথে অগ্রসর হইতে পারিলে

ধর্ম্মক্ষেত্রের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হওয়া যায়, শান্তিধামে প্রবেশের অধিকার জন্মে; মানুষ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ক্ষমতা লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ! সেই অভিনব পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যথা—

"সম্যক দৃষ্টিঃ সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্তঃ
সম্যগাজীবঃ সম্যক ব্যায়ামঃ সম্যক স্মৃতিঃ সম্যক সমাধি॥"

সদ্দৃষ্টি, সৎ সঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ, ধ্যান যোগাদি সচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। আমার এই নবাবিষ্কৃত পথে চারিটা মহাসত্য লাভ হইবে।
যথা—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়।

দুঃখ কি?

জাতিরপি দুঃখং জরাপি ব্যাধিরপি মরণমার্গ,
অপ্রিয় সম্প্রয়োগোপি প্রিয়বিয়োগোপি দুঃখম্।
যদপি ইচ্ছন্ পর্য্যেষমানীন লভতে তদপি দুঃখম্।
সংক্ষেপতঃ পঞ্চোপাদান স্কন্ধো দুঃখমিদমুচ্যতে দুঃখম।

জন্মগ্রহণই দুঃখ, জরা ব্যাধি ও মৃত্যুই দুঃখ, অপ্রিয়ের সংযোগ ও প্রিয়ের বিয়োগই দুঃখ, যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহা না হইলে, বাসনার তৃপ্তি না ঘটিলেই দুঃখ। সংক্ষেপেতঃ অনুরাগজাত পঞ্চস্কন্ধই দুঃখ।

দুঃখ সমুদয় কাহাকে বলে?

"যেনং তৃষ্ণা পৌনর্ভবিকী নন্দিরাগ সহগতা
তত্র তত্রাভিনন্দিন্যায়মুচ্যতে দুঃখসমুদয়।"

যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি, যাহা পূর্ব্ব-কথিত দুঃখের মূল কারণ তাহাই দুঃখসমুদয়; জীবন-তৃষ্ণা ও ভোগ-তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ।

এই তৃষ্ণা নাশ করিতে পারিলেই দুঃখনিরোধ হয়।”

“যোহস্তা এব তৃষ্ণায়াঃ পুনর্ভবিব্যা নন্দিরাগ সহগতায়া
তত্র তত্রাভি নন্দিন্যা অনিকায়া নির্বর্ত্তিকায়া
অশেষো বিরাগো নিরোধোহয়ং দুঃখনিরোধঃ।”

দুঃখ নিরোধের উপায় কি ?

“সম্যক দৃষ্টির্যাবৎ সম্যক সমাধিরিতি দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপত।”

পূর্ব্বকথিত অষ্টাঙ্গই দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপত অর্থাৎ দুঃখ নিরোধের উপায়।

ভোগানুরাগ হইতে সমুৎপন্না তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, সেই তৃষ্ণায় সম্পূর্ণ বিরাগ জন্মাইতে পারিলে দুঃখ নিরোধের পথ পাওয়া যায়। আমি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া তৃষ্ণার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছি, নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা সেই চারি সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সেই অষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া ত্রিপরিবর্ত্তিত দ্বাদশাকার জ্ঞান লাভ কর এবং অমূল্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তি উপভোগ কর। বুদ্ধদেবের এইরূপ ধর্ম্মোপদেশের মহিমায় কোণ্ডাণ্যের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। ক্রমশঃ বাপা, ভদ্রীয়, মহানাম, অশ্বজিৎ সকলেই এই অভিনব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জগতে বুদ্ধদেবের মহিমা প্রচারিত হইতে চলিল।

২

দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয় ও শিষ্যমণ্ডলীসহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর একদিন বুদ্ধদেব এই নব দীক্ষিত শিষ্যবৃন্দসহ গয়ার সমীপবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এমন সময়

অদূরে এক প্রজ্জ্বলিত হুতাশন তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। বুদ্ধদেব সেই দাবানল লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশদানচ্ছলে বলিলেন কাশ্যপ! ঐ যে সম্মুখবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দাবানল হু হু শব্দে জ্বলিতেছে দেখিতে পাইতেছ, মানুষ যতদিন বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পায়, অবিদ্যার অধীনতা কাটাইতে না পারে, ততদিন তাহাদেরও হৃদয়ভূমি ঐরূপ প্রবল-বেগে জ্বলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়োপভোগ্য বিষয় লইয়া তাহারা যতই চিন্তা করিতে থাকে, তাহাদের বাসনা ও তৃষ্ণানল ততই জ্বলিয়া উঠে। এই বাহ্যজগৎসমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হইতেই সুখস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে, জরাব্যাধি মৃত্যুভয়াদি হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। হে কাশ্যপ! শুষ্ককাষ্ঠ সংযোগে ঐ দাবানলের তেজ যেমন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান সংযোগে সেইরূপ মানবের তৃষ্ণানল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগতের নরনারীবৃন্দকে দগ্ধীভূত করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা এই বোধিমার্গে প্রবেশ লাভ করেন, তাঁহারা সমুদায় অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বাসনা-বহ্নির ইন্ধন দূরীভূত করেন। সুতরাং তৃষ্ণানল ইন্ধনাভাবে আর প্রজ্জ্বলিত থাকিতে পারে না, প্রবৃত্তি আর মস্তকোত্তোলনে সমর্থ হয় না, পাপ বাসনার মূল আর তিষ্ঠিতে পারে না। তখন ইন্ধন না পাইলে দাবানল ক্রমশঃ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, জীবের তৃষ্ণা-বহ্নিও বিষয় রূপ ইন্ধনাভাবে সেইরূপ ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তখন হৃদয় পরিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ করে, মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। বুদ্ধদেবের এই প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দান রূপ বিমল জ্ঞান-সুধা পান করিয়া কাশ্যপের হৃদয় যেন পবিত্র ভাব

শ্রবণ করিল, তিনি কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন অত বড় দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ মানাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে ভূমিতল হইতে সযত্নে উত্থিত করিয়া আলিঙ্গন দানে পরম পরিতুষ্ট করিলেন।

৩

কৃষ্ণাগৌতমী নাম্নী এক অনাথা দরিদ্রকন্যা স্বীয় রূপ গৌরবে ও অপূর্ব্ব ভাগ্যগুণে শ্রাবস্তী নগরের এক ধনী সন্তানের বনিতা পদে বরিত হন। বিবাহের পর দম্পতিযুগল পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকল সুখে সুখী হইয়াও সংসারের অলঙ্কারস্বরূপ সন্তান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল, তথাপি কৃষ্ণাগৌতমী সন্তানের মুখ-দর্শন লাভ করিতে না পাইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহাদের বহু আশার ধন একটী পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। সুন্দরকায় শিশু নবোদিত শশীকলার ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। কৃষ্ণাগৌতমী স্বীয় পুত্র সম্বন্ধে মনে মনে কতই সুখ-কল্পনার আকাশ-কুসুম গ্রথিত করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেন। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? কালের কঠোর হৃদয়ের কঠিনতম অংশ কেইবা অনুধাবন করিবে? সকলের আনন্দবর্দ্ধক প্রীতিপুত্তলী সেই শিশুসন্তান সকলের চক্ষের সম্মুখে কেমন খেলা করিয়া বেড়াইত, সকলের হৃদয়ের মধ্যে কেমন এক প্রীতিময় আনন্দভাব

সঞ্চারিত করিয়া দিত। বিশেষতঃ জননীর স্নেহের অন্তরে সেই ননীরপুত্তলী যে কিরূপ আনন্দ প্রস্রবণের অমৃতময় ধারা উৎপন্ন করিয়া দিত তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব? কিন্তু হায়! কৃতান্তের করাল বদন সেই নবনীত-কায় শিশুকেও গ্রাস করিয়া স্নেহের মাতার সুকোমল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করিল। সেই ভয়ঙ্কর আঘাতে মাতার হৃৎপিণ্ড যেন শতধা ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় সেই মৃত সন্তান বক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই মৃত পুত্রের প্রাণদানের জন্য মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্যে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনা পূরণের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ মাত্রও করিলেন না।

অবশেষে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত কৃশার সাক্ষাৎ হইল। রমণী সাধু সন্দর্শনে যেন কতক আশা পাইয়া তাহার নিকট পুত্রের প্রাণদান জন্য ঔষধ ভিক্ষা করিল। কৃশা মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া বিষম কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া ভিক্ষু তাহাকে বুদ্ধের নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার নিকট মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ নাই বটে, কিন্তু তুমি বুদ্ধদেবের নিকট গমন কর, তিনি তোমার উপায় বিধান করিয়া দিবেন।

এই কথা শুনিয়া কৃশা কতক আশান্বিত হৃদয়ে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন। তিনি রমণীর মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বাসবাণী প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন হাঁ, আমি মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ জানি, কিন্তু তোমাকে একটি জিনিস সংগ্রহ করিতে হইবে। কৃশা কি জিনিস জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধদেব বলিলেন,

এমন বিশেষ কোন জিনিস নয়, কতকগুলি সর্ষপ মাত্র আনিয়া দিতে হইবে।

এই সামান্য জিনিসের নাম শুনিয়া কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল, হৃদয়ে আশা জন্মিল। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—তবে যাও, সর্ষপ লইয়া এস, কিন্তু যে গৃহে কেহ কখনও মরে নাই এমন গৃহ হইতে সর্ষপ আনিতে হইবে। কৃষ্ণা সর্ষপ আনিবার জন্য নিকটস্থ এক গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং নিজের দুঃখ কাহিনী জানাইয়া কয়েকটি সর্ষপ ভিক্ষা করিলেন। গৃহস্বামিনী পুত্রশোকাকুলা কৃষ্ণার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটি সর্ষপ লইয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিতে অগ্রসর হইল। তখন কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আপনার গৃহে যদ্যপি কেহ কখন না মরিয়া থাকে তাহা হইলে আপনার সর্ষপে ফল হইবে, নতুবা ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামিনী বিমর্ষচিত্তে উত্তর করিলেন বাছা! আমার বাড়ী দূরে থাকুক, কেহ কখন মরে নাই এমন গৃহ পৃথিবীতে আছে বলিয়া ত আমার বোধ হয় না, যাহা হউক তুমি অন্যত্র চেষ্টা করিয়া দেখ।

কৃষ্ণা অন্য গৃহে গমন করিলেন, সেখানেও ঐ প্রকারের উত্তর শুনিলেন। তখন তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোথাও এরূপ গৃহের সন্ধান পাইলেন না, বরং সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, কালের দন্ত প্রবেশ করে নাই এমন গৃহ পৃথিবীতে নাই। কৃষ্ণার হৃদয় কিন্তু প্রবোধ মানিল না, তিনি গৃহে গৃহে সর্ষপ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল। রমণী নিতান্ত কাতর হইয়া উদাসমনে নগরের প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন।

বুদ্ধদেব সমস্ত দিন পর্য্যন্ত রমণীর কার্য্য কলাপের সন্ধান লইতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অবস্থিতির সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাসমাগমে গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বলিল, রমণী তথায় অবসন্ন-হৃদয়ে নিরাশ-প্রাণে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন হায়! পৃথিবীর ত এইরূপ অবস্থা, সকল গৃহেই ত শোকানল বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে সর্ষপ আমি কোথায় পাইব? এদিকে ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল, একে একে ঘরের দীপগুলি নিবিয়া যাইতে লাগিল। বুদ্ধদেবও সময় বুঝিয়া তাহার সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ! মানবজীবন ঐ দীপালোকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। ইহা কিয়ৎকালের জন্য জ্বলিয়া উঠে, আলোক বিস্তার করে। অবশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সমস্তই অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে! এ হেন ক্ষণবিধ্বংশী মানব দেহের জন্য মায়ামমতা কি? এ হেন অসার সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া লাভ কি? —বুদ্ধদেবের বাক্যে কৃষ্ণার চৈতন্য জন্মিল, তিনি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং জীবনের নশ্বরতা বুঝিতে পারিয়া মৃত পুত্রকে বক্ষঃ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধের শরণাগত হইলেন।

৪

একদা বুদ্ধদেব অলাবী নামক স্থানে বাসকালীন এক দুর্দ্দান্ত লোকের হস্তে পতিত হন। সৌম্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেবকে দেখিয়া সেই দুষ্টবুদ্ধি দুর্জ্জন ব্যক্তি বলিতে লাগিল যে, তোমাকে দেখিয়া সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তোমাকে এই ভণ্ডবেশের জন্য যথোচিত শাস্তি দিব।

বুদ্ধ বলিলেন, বন্ধু! তুমি আমাকে শাস্তি দিয়া কি করিতে পার? তবে তোমার কি প্রশ্ন আছে শুনিতে ইচ্ছা করি।

সে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবীতে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন কি? কি করিলে মানুষ সুখী হয়? সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু দ্রব্য কি? এবং কোন্ প্রকার মনুষ্য-জীবন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—বন্ধু! বিশ্বাসই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন; সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মপথে থাকিতে পারিলেই সুখী হইতে পারা যায়, সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতিদায়ক, ইহা কেবলমাত্র রসনার নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই পরম প্রীতিকর এবং যাহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাঁহাদেরই জীবন জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধদেবের মুখে এইরূপ উত্তর শুনিয়া সেই দুর্জ্জন ব্যক্তিও কতক যেন শান্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কিরূপে জন্মক্লেশ দূর করা যায়, কিরূপে জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়,—কি উপায়ে দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং কিরূপেইবা অন্তর পবিত্র হয়।

বুদ্ধদেব বলিলেন, বিশ্বাস বলে জন্মক্লেশ অতিক্রম করা যায়, অধ্যবসায় প্রভাবে জীবনসমুদ্র পার হওয়া যায়, আন্তরিক যত্ন ও একাগ্রতা থাকিলে দুঃখ দূর করা যায় এবং পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীবন পবিত্র হয়।

সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের নিকট এইরূপ ধর্ম্ম কথা শুনিয়া ধর্ম্মের দিকে তাহার যেন দৃষ্টি ফিরিল, সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে জ্ঞান, ধন, যশ ও বন্ধু লাভ হয়? কিরূপে পরকালে দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

বুদ্ধদেব বলিতে লাগিলেন—যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে এবং ধর্ম্ম কথায় মন প্রাণ নিয়োজিত করিতে পারে সেই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনে যাহার বিন্দুমাত্র আলস্য নাই, যে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল সেই ধন উপার্জ্জন করিতে পারে। সত্য পথের পথিক হইলেই যশ প্রাপ্ত হওয়া যায় প্রেম বলেই বন্ধু লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি সত্য, সংযমশীলতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, বদান্যতা ও ক্ষমা-শীলতা আয়ত্তাধীন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি পরকালে সমস্ত যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

বুদ্ধদেবের এইরূপ অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া এহেন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিরও হৃদয়-চকোর ধর্ম্ম-সুধা পানের জন্য উৎগ্রীব হইল, তাহার অন্তরে পবিত্র ভাব জাগরিত হইয়া উঠিল। সে দুর্জ্জনতা পরিহার পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইয়া ভিক্ষুবেশে গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধের দেহত্যাগ।

জড়জগতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধদেবেরও 'স্থূলদেহ' স্থবির ভাব ধারণ করিল। তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৯ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি আর স্বয়ং ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতে পারিতেন না। তজ্জন্য তদীয় প্রিয়শিষ্য আনন্দের উপর সেই ভার অর্পিত হইল। প্রভুর একান্ত অনুগত আনন্দও নিজেকে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করিতে পাইয়া জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব এহেন প্রাচীন বয়সেও নালন্দা, পাটলি গ্রাম, কোটি-গ্রাম, নাডিকগ্রাম, বৈশালী প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভেলুর নামক গ্রামে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই অশক্ত হইয়া পড়িল, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বছায়া দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার কার্য্য সাধন অবশিষ্ট আছে দেখিয়া অসাধারণ "ইচ্ছাশক্তি" বলে কিয়ৎকালের জন্য মৃত্যু রোধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে কৃতান্ত স্বীয় কালদণ্ড বুদ্ধের নিকট আপাততঃ ব্যর্থ হইল দেখিয়াই যেন তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বরূপ সারিপুত্র ও

মৌদ্‌গল্যায়ন নামক শিষ্যদ্বয়কে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া লইল। বুদ্ধদেব অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়া এহেন বৃদ্ধ বয়সে কাল-ভবনের দ্বারদেশে প্রধান শিষ্যদ্বয়কে হারাইয়া ফেলিলেন, বয়সের প্রাচীনতা হেতু তাঁহার উৎসাহ উদ্যম একেইত কমিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

অনন্তর বুদ্ধদেব মহাবনের কূটাগার বিহারে ভিক্ষু মণ্ডলীকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের চিত্তপটে শেষ উপদেশ সমূহ জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং ইহলোক হইতে তাঁহার অন্তর্ধানের পর কিরূপ প্রণালীতে ভিক্ষু সমাজ পরিচালিত হইবে তৎসমুদায়ও নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। পরে সমবেত ভিক্ষু মণ্ডলীর সম্মুখে কাশ্যপের সহিত নিজ পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন কাশ্যপ! আমার অবর্ত্তমানে তুমি স্নেহবারি সিঞ্চনে সকলের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বরা করিয়া তাহাতে ধর্ম্ম বীজ বপন করিবে। আমার সময় উপস্থিতপ্রায়, আমাকে আর অধিক দিন এ দেহ-ভার বহন করিতে হইবে না। তখন গুরুদেবের ইহলোকে অবস্থিতি সময় পূর্ণ হইয়া আসিল জানিয়া তাঁহার অন্তর্ধান চিন্তায় সকলে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বুদ্ধদেব তথা হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নানা স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে করিতে কুশী নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পাওয়া গ্রামে এক আম্রকাননে উপস্থিত হইলে চণ্ড নামক তাম্রকার স্বীয় উদ্যানে বুদ্ধদেবের সমাগম বার্ত্তা পাইয়া আনন্দোৎফুল্ল মনে তথায় গমন করিল। পরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা

পুরণের জন্য এরূপ অনুরোধ প্রতিপালনে কখন বিমুখ হইতেন না। সুতরাং সেই তাম্রকারের নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হইলেন। চণ্ড নিজেদের উপাদেয় ভাবিয়া মাংসাদি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিল, বুদ্ধদেব ভক্তের আশা পূরণের জন্য মাংস গ্রহণেও সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ তাঁহার জঠরে তাহা পরিপাক পাইল না। তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর অতি কষ্টে কুশী নগরে আসিয়া পঁহুছিলেন। পরে কুকুস্থা নদী জলে স্নান ক্রিয়া সমাপন করতঃ কুশীনগরস্থিত মল্লরাজগণের শালকাননে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধদেবের অন্তিমকাল সমুপস্থিত হইল। এই সময় সুভদ্র নামক জনৈক দার্শনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বুদ্ধদেবের সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার মুখে অমূল্য উপদেশ বাণী শ্রবণে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সুভদ্র ভিক্ষু শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। এই সুভদ্রই প্রত্যক্ষীভূত বুদ্ধজীবনের শেষ শিষ্য।

ঘোর নিশীথে শালবনের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেব শেষশয্যায় শায়িত থাকিয়া সমীপস্থ শিষ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এক্ষণে কাহা-রও কিছু যদি জিজ্ঞাস্য থাকে তবে এই সময় জানাইতে পারি। শেষসময়ে বুদ্ধের সমীপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আর কেহ তাঁহাকে কষ্ট দিতে সম্মত হইল না। তখন বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে 'স্থূল দেহ' পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিলেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার শান্তিময় বদনমণ্ডলে সুনির্ম্মল দীপ্তি বিকাশ পাইতে লাগিল। তিনি পঞ্চশত শিষ্য রাখিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে মর্ত্ত্যকায়া পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ঊনত্রিশ বর্ষ বয়সে ধর্ম্মান্বেষণে বহির্গত হইয়া একান্ন বৎসর কাল ধর্ম্মরাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া

নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিধামে গমন করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ নববস্ত্র-পরিবৃত হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতায় স্থাপিত হইল। মহাকাশ্যপপ্রমুখ শিষ্যগণ চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। বুদ্ধদেবের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পরে গুরুদেবের কায়া পরিবর্ত্তন সংবাদ প্রচার মাত্র রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুরী, রামগ্রাম, উৎদ্বীপ, পাওয়া, কুশী প্রভৃতি স্থান হইতে শিষ্যগণ আগমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার চিতাভস্ম লইয়া গেল, কেহ কেহ বা তাহা মনোমত স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি স্মরণ-চিহ্ন স্থাপন করিল। কথিত আছে, তাঁহার দন্ত সিংহল দ্বীপে সমানীত হইয়া মহাসমারোহে প্রতিস্থাপিত ও তদুপরি বিচিত্র কারুকার্য্যবিমণ্ডিত চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বর্ষ অতীত হইল বুদ্ধদেব ইহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তদ্‌প্রতিষ্ঠিত বিশাল ধর্ম্মতরু শাখা প্রশাখা লইয়া এখনও ভূমণ্ডলের এক-তৃতীয়াংশ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। যে চীনসম্রাট্ আপনাকে স্বর্গরাজ্যের অধিনায়ক জ্ঞানে গর্ব্বভরে স্ফীত হইয়া থাকেন, যে বলদৃপ্ত জাপান নবীন সভ্যতার আলোকে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারাও সেই ধর্ম্মাবতার বুদ্ধদেবের চরণতলে স্বীয় কিরীট স্পর্শন করিতে পাইলে নিজেদিগের জন্ম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন। অসভ্য নেপালের উচ্ছৃঙ্খল গতিও সে নামের গুণে সংযম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, নিরীহ শ্যাম তিব্বতও তাঁহার মধুময় ধ্বনিতে মাতিয়া উঠে। যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা বলে জগতে এত বড় এক বিপর্য্যয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, যিনি

একাকী নিঃসহায় অবস্থায় ধর্ম্ম-জগতে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অহিংসা-পরম-ধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রেম-তুফান সমস্ত মানবমণ্ডলীকে ভাসাইয়া পশু পক্ষীদিগকেও অহিংসার কোমল ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার মহত্বের বিষয় আমরা আর কি লিখিব। ধর্ম্ম জগতের অনন্ত-পটে তাঁহার অতুল মহিমার জীবন্ত ছবি জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মাগণ এখনও সেই ছবি দেখিয়া বিস্ময়-পুলকিতচিত্তে জীবনের ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইতেছেন। এখনও অনেক পাপীতাপী জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার হইতে ছুটিয়া গিয়া তাঁহারই মহিমা-মন্দিরে শান্তি-প্রস্রবণের আশ্রয় লইতেছে। এখনও অনেক বাসনাবিমুগ্ধ জীব তাঁহারই জ্যোতিঃকণার সাহায্য লইয়া মোহ-তিমির হইতে উদ্ধার পাইতেছে। পাঠক! আইস, আমরাও তাঁহার স্মৃতি-পটের চরণতলে বসিয়া ইহ জীবন সার্থক করিতে চেষ্টা করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধের ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

যিনি জগতে জরা-মরণবিঘাতী ভীষণর নামে সমাখ্যাত রহিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বকে যদিও বৌদ্ধেরা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিশ্বব্যাপী হিন্দুধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। জন্মান্তরবাদী বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ জন্মধারণই পাপের প্রতিফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন্মগ্রহণ করিলেই জীবকে জরা-মরণব্যাধির অধীন হইতে হয়। অতএব মানব মাত্রেরই নির্ব্বাণ কামনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানুষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। নির্ব্বাণ অবস্থাতেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন লব্ধ হয়। সত্ত্ব তখন প্রকৃতিস্থ ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অমর অবস্থায় আর জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু, জীবন বরণ কিছুরই সংশ্রব থাকে না, কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দময় পরম শান্তি উপভোগ করা যায়।

বুদ্ধদেবকথিত এই নির্ব্বাণ ও হিন্দুযোগীবর্ণিত "কৈবল্য" একই তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেব যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষ মূলে নির্ব্বাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, আমাদেরই

যোগশাস্ত্রে তাহা নির্ব্বীজ সমাধি লাভের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব সমাধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চারিপ্রকার ফল প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—বিবেক একোতীভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি।

সমাধির প্রথমাবস্থায় এই নির্ব্বাণ জ্ঞানের উপলব্ধি জন্মে মাত্র, ক্রমশঃ অবিদ্যা, মোহ, জীবনের অনিত্যতা, সংসারের অসারতা প্রতীত হইতে থাকে। অবশেষে সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া হৃদয়স্থিত সমস্ত সংশয় দূরীভূত করিয়া দেয় প্রত্যক্ষ বিশ্বাস জ্ঞানজ্যোঃতিতে বিভাসিত হইয়া উঠে। ইহাকেই বৌদ্ধগণ বিবেক বলিয়া থাকেন। মহর্ষি পাতঞ্জলও এই বিষয়ের সম্যক্‌ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের বর্ণিত বিষয়ের সহিত তাহার কোন বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

সমাধির দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। ইহাকেই বৌদ্ধগণ একোতীভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পাতঞ্জল প্রণীত যোগশাস্ত্রেও ইহা "একাগ্রতা পরিণাম" নামে উক্ত হইয়াছে।

সমাধির তৃতীয় অবস্থায় চিত্ত উদাসীনতা প্রাপ্ত হয়। তখন আত্মা আর কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে না, কোন ক্রিয়ার অধীন হয় না, ইহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে উপেক্ষকত্ব বলে। হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্রে ইহাই নিরোধপরিণামের ফল বলিয়া অভিহিত।

সমাধির চতুর্থ অবস্থায় বা ইহার চরম সীমায় আত্মজ্ঞান লোপ পায়, অহংভাব অন্তর্হিত হইয়া চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে। তখন সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, পার্থিব সংশ্রব অন্তর্হিত হইয়া যায়, পরম জ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে। পরে যখন সেই অনন্ত জ্ঞান-

সংযোগে স[illegible] হয় তখন মানুষ অমরত্ব লাভে সমর্থ হন। [illegible] তখন প্রকৃতি [illegible]য়া অচ্যুতানন্দের পরমরাজ্যে বিচরণ করে। এই চিদানন্দম[illegible]বস্থাই বুদ্ধের কথিত নির্ব্বাণ মোক্ষ। হিন্দু যোগীগণ ইহাকেই কৈবল্য লাভ, হিন্দুর বেদান্ত ইহাকেই ব্রহ্মদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ কর্[illegible]াছেন। বৌদ্ধের বোধিসত্ত্ব এবং হিন্দুর জীবন্মুক্ত পুরুষে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তবে হিন্দুশাস্ত্র-কারগণ যে অমূল্য তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছিলেন, পরম যোগী বুদ্ধদেব তাঁহাই জীব লোকের দুর্গতি বিনাশের পন্থা ভাবিয়া তাহাই মনুষ্য জীবনে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিয়া নিজ জীবনের উ[illegible]র কঠোরতম পরীক্ষার অক্ষয় চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন এবং নিজে তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া জীবমণ্ডলীর দুঃখ বিমোচনের জন্য সংসার-ক্ষেত্রে তাহারই দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। নিজের নশ্বর জীবনের বিনিময়ে জগতে অবিনশ্বর মুক্তি-পন্থা সংস্থাপন করিয়া যাইলেন। তিনি শিষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে জীবহিংসা, পরদ্রব্যগ্রহণ, পরদারাভিলাষ, মিথ্যাকথা ও মাদকসেবন সম্যকরূপে পরিহার করিবে। এবং জগতের নরনারী বর্গকে বুঝাইলেন যে, যদি কেহ তোমাদের অপকার করণে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার উপকার সাধনে রত হইবে এবং যাহাতে অপরের দুঃখ বিমোচন করিতে পার তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাশীল থাকিবে। সংসারী জীবের ইহাই বোধিসত্ত্ব ভাব। এই ভাব সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে। পাঠক! এহেন জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য এহেন মুক্তিপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি কি কখনও হিন্দুর অনন্ত প্রেমালিঙ্গন হইতে বাহিরে পড়িতে পারেন?

তাই এহেন অমূল্য জ্ঞানের পূর্ণাবতার স্বরূপ বুদ্ধদে[illegible]ন্দু শাস্ত্রের দশাবতারের অন্ততম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। [illegible] হিন্দুগণও বৌদ্ধদিগের সহিত সেই পুরুষপ্রবর শাক্যসিংহ[illegible] সেই জ্ঞানময় বুদ্ধদেবকে প্রাণভরিয়া পূজা করিয়া থাকেন। পাঠক ! আইস আমরাও করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহা[illegible] সেই জ্ঞানোজ্জল দেবমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে করিতে কবিবর জয়দেবের গীতিময় ললিত ভাষায় বলিতে থাকি—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।"